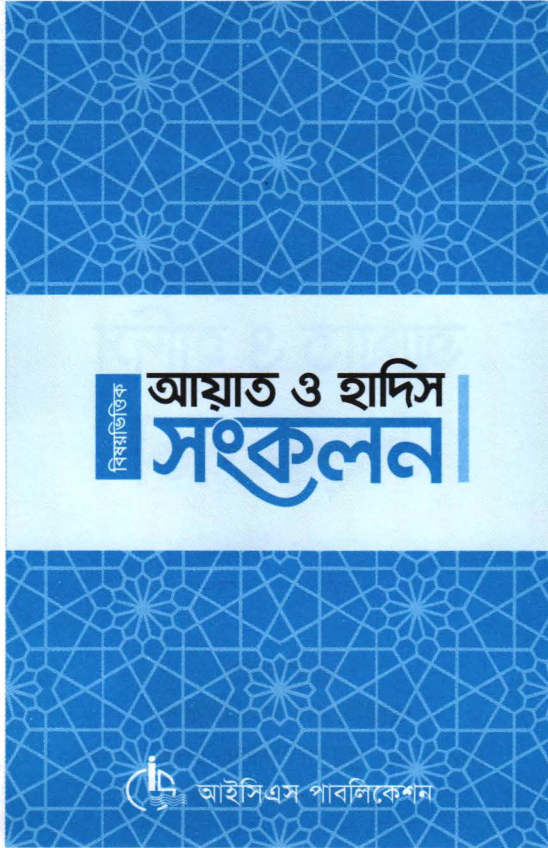


বিষয়ভিত্তিক

আয়াত ও হাদিস
সংকলন





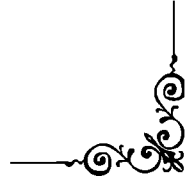
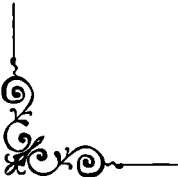
বিষয়ভিত্তিক
আয়াত ও হাদিস
সংকলন

প্রকাশনায়
আইসিএস পাবলিকেশন
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৬৪৪০

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০১৭

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
মোজাম্মেল হক মজুমদার

সুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা



আমাদের কথা

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস সংকলন

অসীম দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহ রাক্বুল আলামীন। তিনি একান্ত অনুগ্রহ করে আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা। জীবনের প্রতিটিকণ তাঁরই প্রশংসায় অতিবাহিত করলেও তাঁর মহিমায় এতটুকু বর্ণনা সম্ভব নয়। আর মহান রব মানুষের জীবনবিধান হিসেবে প্রেরণ করেছেন 'ইসলাম'। ইসলাম শাশ্বত, মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় পথ। যে ওহির মাধ্যমে মানুষের জীবন বিধানকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে তা হলো আল কুরআন। এ মহান কালামের প্রতিটি বাণী সত্য ও অক্ষয়। এর বিধানাবলির মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অণুমাত্র অবকাশ নেই। এতে প্রদত্ত তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যেও কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এ কালাম এক চিরন্তন মুজিয়া। কোন মানুষের সাধ্য নেই এ কালামের সাথে চ্যালেঞ্জ করার। অনুরূপ একটি কুরআন বা তার অংশ বিশেষ রচনা করার সাধ্য মানুষের নেই।

আল্লাহতায়ালা মুহাম্মদকে (সা) আল কুরআন প্রচারক এবং একমাত্র ব্যাখ্যানদাতা নিয়োগ করেন। মূলত কুরআনের বাস্তব চিত্রই হচ্ছে নবী মুহাম্মদের (সা) জীবনচরণ তথা গোটা জিন্দেগি। তাই তো তাঁরই সহধর্মিণী উম্মিহাতুল মুসলিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) কুরআনের বাস্তব নমুনা হিসেবে রাসুলের (সা) সকল কর্মতৎপরতাকে ঘোষণা করেন। সুতরাং আল কুরআন এবং রাসুল (সা) প্রদত্ত আল কুরআনের ব্যাখ্যাই হচ্ছে দীন ইসলামের মূল ভিত্তি। আর রাসুলের (সা) প্রদত্ত এ ব্যাখ্যার নামই হলো হাদিস বা সন্নাহ। তাই হাদিস বা সন্নাহকে বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনাই করা যায় না। ছাদ এবং দেয়াল ছাড়া শুধু পিলারকে যেমন অট্টালিকা বলা যায় না, তেমনি হাদিস ও সন্নাহ ছাড়া কেবলমাত্র কুরআন দিয়ে ইসলামের অট্টালিকা পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই সন্নাহ ইসলামী সংস্কৃতি ও কর্মবিধানের অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। হাদিস অধ্যয়ন যেমন ইসলামী আমল ও নৈতিকতা গ্রহণে প্রেরণাদায়ক, তেমনি এর মাধ্যমে ইসলামী সংবিধানের সাথে সরাসরি পরিচয় লাভ সম্ভব। এই কারণে কুরআনের পরে হাদিসের মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। হাদিসের সাহায্য না হলে যেমন কুরআনের নির্ভুল ও সঠিক তাৎপর্য লাভ করা সম্ভব নয়, তেমনি ইসলামী জীবনবিধানও সক্ষম হয় না সম্পূর্ণতা অর্জন করতে। কুরআন মজিদে আল্লাহপাক বলেন, “(হে নবী) আর আল্লাহ তোমার প্রতি আল কিতাব এবং হিকমত নাজিল করেছেন। তাছাড়া তুমি যা জানতে না, তা তোমাকে শিখিয়েছেন। আসলে তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিরাট।” (সূরা আন নিসা:১১০) নবী করীম (সা) বলেন “জেনে রেখো, আমাকে আল কুরআন দেয়া হয়েছে আর সেই সাথে দেয়া হয়েছে অনুরূপ আরেকটি জিনিস।” (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ইসলামী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। আর ইসলামী আন্দোলনের যাবতীয় উপায়-উপাদান স্পষ্টভাবে কুরআন ও হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু উল্লেখিত দুটি বিষয়ে অধ্যয়ন ছাড়া এই বিপ্লবকে জানা বা অজ্ঞান দেয়া সম্ভব নয়। এই বিপ্লবকে না জেনে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। সে কারণে এই আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকে কুরআন ও হাদিস সরাসরি অধ্যয়ন একান্ত কর্তব্য। বক্তব্য-বিবৃতি ও দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে কুরআন ও সন্নাহ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান সফল আন্দোলনের অন্যতম পূর্বশর্ত। কিন্তু নির্দিষ্ট বিষয়ের আয়াত ও হাদিস সরাসরি উক্ত দুটি উৎস থেকে গ্রহণ করা অনেক সময় কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। এই অসুবিধা নিরসনকল্পে ইতোপূর্বে আইসিএস পাবলিকেশন থেকে “সিলেবাসভিত্তিক কুরআন ও হাদিস” সংকলন প্রকাশ করা হয়েছিল। জনশক্তির ত্রমবর্ধনাম চাহিদার আলোকে সংকলনটি পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের এবং সমৃদ্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই বর্ধিত কলেবরে “বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস সংকলন” নতুন ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এতে কুরআনের আয়াত ও হাদিসসমূহের মূল ভাষা আরবি ও তার পাশাপাশি বাংলা অনুবাদের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। ফলে বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হবে। আর সংকলনটি যারা কুরআন ও হাদিস নিয়ে রিসার্চ করতে চান, তাদেরও বেশ সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। যাদের জন্য সংকলনটি প্রকাশ করা বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীবাহিনী- তারা এ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বাস্তব অনুশীলনে ব্রতী হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ আমাদের সকল কর্ম-তৎপরতা তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে কবল করুন। আমিন

সূচিপত্র

• উলুমুল কুরআন	০৭
• উলুমুল হাদিস	১৫
• ইলমে তাজবিদ	২২
• মাসয়ালা-মাসায়েল	৩১
• সহীহ নিয়ত (বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস)	৩৬
• ঈমান	৩৭
• তাওহিদ	৩৯
• রিসালাত	৪১
• আখেরাত	৪৩
• সালাত	৪৫
• যাকাত	৪৭
• সাওম	৪৮
• হজ	৫০
• শাহাদাত	৫২
• লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫৩
• দাওয়াত	৫৫
• সংগঠন	৫৮
• প্রশিক্ষণ	৬১
• ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্রসমস্যা	৬৪

■ ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ	৬৬
■ আনুগত্য	৭০
■ পরামর্শ	৭১
■ ইহতেসাব	৭৩
■ তাকওয়া	৭৪
■ পর্দা	৭৬
■ বাইয়াত	৭৮
■ তাওবা	৮০
■ মুমিনদের গুণাবলী	৮১
■ ত্যাগ-কোরবানী	৮৩
■ ইসলামী অর্থব্যবস্থা	৮৫
■ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা	৮৭
■ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়	৮৯
■ জান্নাত	৯১
■ জাহান্নাম	৯২
■ আত্মশুদ্ধি	৯৪
■ দায়িত্বশীলের গুণাবলি	৯৫
■ ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম	৯৭
■ ব্যক্তিগত রিপোর্ট	৯৮
■ আল কুরআনে ১০টি সূরা	৯৯
■ মাসনুন দোয়া	১০৩
■ নামাজে পঠিত দোয়া সমূহ	১০৬

“এ বিধান ভীরু কাপুরুষদের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। নফসের দাস ও দুনিয়ার গোলামদের জন্যে নাজিল হয়নি। বাতাসের বেগে উড়ে খড়কুটো, পানির স্রোতে ভেসে চলা কীট-পতঙ্গ এবং প্রতি রঙে রঞ্জীন হওয়া রংহীনদের জন্যে অবতীর্ণ করেনি। এ এমন দুঃসাহসী নরসাদুলদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বাতাসের গতি বদলে দেবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে, যারা নদীর তরঙ্গের সাথে লড়তে এবং তার স্রোতধারা ঘুরিয়ে দেবার মত সৎ সাহস রাখে।”

“ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর যত মানুষের জীবন কথা পাওয়া যায়, তাদের শতকরা অন্তত নব্বই জন দরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীন পিতা-মাতার ঘরে জন্ম নিয়েছেন, দুঃখ-মুছিবতের কোলে লালিত-পালিত হয়েছেন। এ সকল মহামানবকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জীবনের মহাসাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছে তাঁরা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় সাঁতার শিখেছেন, পানির নির্মম চপেটাঘাতে সামনে এগিয়ে যাবার দীক্ষা পেয়েছেন। এভাবে জীবন সংগ্রামে অটল-অবিচল থাকার ফলে একদিন সাফল্যের উপকূলে পৌঁছে বিজয়ের ঝান্ডা উড্ডীন করতে সক্ষম হয়েছেন।”

শতাব্দীর অগ্রদূত সাইয়েদ মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর কলাম থেকে

উলুমুল কুরআন আল-কুরআনের পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : আল-কুরআন (الْقُرْآنُ) শব্দটি আরবি, যা قُرْأٌ কিংবা قُرْأٌ শব্দ থেকে উৎপন্ন। قُرْأٌ (পড়া) শব্দ থেকে আসলে قُرْأٌ শব্দের অর্থ হয় অধিক পঠিত। আর قُرْأٌ (মিলিত থাকা) শব্দ থেকে আসলে قُرْأٌ শব্দের অর্থ হয়; পরিপূর্ণভাবে মিলিত ও সংযুক্ত। যেহেতু কুরআন মাজিদ সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ এবং এর আয়াত অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে পরিপূর্ণ মিল রয়েছে, তাই এর নাম الْقُرْآنُ।

পারিভাষিক অর্থ : মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য জিবরাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ ﷺ এর নবুওয়াতের দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে যে কিতাব নাজিল হয়েছে তার সমষ্টি আল কুরআন।

• আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় হল মানবজাতি। কেননা মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক পরিচয়ই আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআনের উদ্দেশ্য হল মানবজাতিকে আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থার দিকে পথপ্রদর্শন, যাতে দুনিয়াতে নিজের জীবনকে কল্যাণময় করতে পারে এবং পরকালেও শান্তিময় জীবনের অধিকারী হতে পারে।

• আল-কুরআন ঐশী গ্রন্থ হওয়ার কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ

আল-কুরআন যে আল্লাহ তায়ালারই বাণী, এটি মানুষের পক্ষে তৈরি করা আদৌ সম্ভব নয়। এর অসংখ্য প্রমাণ স্বয়ং আল-কুরআনেই বর্তমান। যথা, কয়েকটি প্রমাণ নিম্নরূপ-

১. আল-কুরআনের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান।
২. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহ।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❀ ৭

৩. প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাবলির যথাযথ বর্ণনা।
৪. ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সম্পর্কে নির্ভুল সংবাদ দান।
৫. মানব জীবনের জন্য সুদূরপ্রসারী মৌলিক ব্যবস্থা দান।
৬. বিশ্বলোক ও উর্ধ্বজগৎ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যের বর্ণনা।
৭. আল-কুরআনের অভিনব হেফাজত ব্যবস্থা।
৮. আল-কুরআনের ভাষা ও বিষয়ে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য।

● আল-কুরআনের বাচনভঙ্গি

১. একটি বিপ্লবী আন্দোলনের উপযোগী
২. সমর্থকদের উদ্দীপ্ত করার মত সম্মোহক
৩. বিরোধীদের প্রতিহত করায় বলিষ্ঠ
৪. বিপ্লবী নেতার ঝঙ্কারময় ভাষণ
৫. মন মগজ বুদ্ধি-বিবেককে উদ্বুদ্ধ করার মতো এবং ভাবাবেগের প্লাবন সৃষ্টি করার যোগ্য।
৬. দরদি মন দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করার মতো আবেগ ও আবেদনময় আহ্বান।

● আল-কুরআনের ১০টি নাম

- | | |
|--|----------------------------------|
| ১. الْهَدَىٰ (আল হুদা) পদপ্রদর্শক | ৭. الْكِتَابُ (আল কিতাব) গ্রন্থ |
| ২. الْفُرْقَانُ (আল ফুরকান) পার্থক্যকারী | ৮. النُّورُ (আন নূর) আলো |
| ৩. الذِّكْرُ (আয-যিকর) উপদেশ | ৯. الْوَحْيُ (আল ওহি) প্রত্যাদেশ |
| ৪. الْحِكْمَةُ (আল হিকমাহ) প্রজ্ঞা | ১০. الْكَلَامُ (আল কালাম) বাণী |
| ৫. الشِّفَاءُ (আশ শিফা) উপশমকারী | |
| ৬. كِتَابٌ مُّبِينٌ (কিতাবুম মুবিন) সুস্পষ্ট কিতাব | |

• রাসূল ﷺ এর আন্দোলনের বিভিন্ন যুগ ও স্তর

• রাসূল ﷺ এর আন্দোলনের দু'টো যুগ

১. মাক্কি যুগ:- প্রথম ১৩ বছর। দাওয়াত ও তাবলীগ, ব্যক্তিগঠনের যুগ ও নির্যাতনের যুগ।

২. মাদানি যুগ:- হিজরাতের পর ১০ বছর। এটা বিজয়, সমাজগঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা ও সশস্ত্র মোকাবেলার যুগ।

• মাক্কি যুগের বিভিন্ন স্তর

১. ব্যক্তিগতভাবে বা গোপনে (আন্ডারগ্রাউন্ড) দাওয়াত মোট ৩ বছর। (নবুওয়াতের ১ম-৩য় বছর)

২. প্রকাশ্যে দাওয়াত বিরোধীদের বিদ্রূপ ও অপপ্রচার এবং নির্যাতনের প্রাথমিক অবস্থার যুগ মোট ২ বছর। (নবুওয়াতের ৪র্থ-৫ম বছর)।

৩. বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনকাল ৫ বছর। (নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম বছর)

৪. মাক্কি যুগের শেষ ৩ বছর চরম বিরোধিতা, নিষ্ঠুর নির্যাতন, এমনকি রাসূল ﷺ কে হত্যার চেষ্টা চলে। (নবুওয়াতের ১১তম-১৩তম বছর)।

• মাদানি যুগের বিভিন্ন স্তর (মোট ১০ বছর)

১. বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত- ১ বছর ৬ মাস।

২. বদর থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত -৪ বছর ২ মাস।

৩. হোদায়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত- ১ বছর ১০ মাস।

৪. মক্কা বিজয়ের পর ২ বছর ৬ মাস।

• আল-কুরানের সূরাসমূহকে ২ভাগে ভাগ করা হয়েছে

সূরা ২ প্রকার। ১. মাক্কি সূরা ২. মাদানি সূরা

মাক্কি সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূল ﷺ এর মাক্কি জীবনে অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে।

মাদানি সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূল ﷺ এর মাদানি জীবনে অর্থাৎ হিজরতের পরে নাজিল হয়েছে।

• মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট

১. সাধারণত সূরা ও আয়াতগুলো ছোট ছোট ও ছন্দময়।
২. তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সংক্রান্ত আলোচনা।
৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا أَيُّهَا النَّاسُ (হে মানবজাতি) বলে সম্বোধন।
৪. মাক্কি সূরা ব্যক্তিগঠনে হিদায়াতপূর্ণ
৫. আল-কুরআন সত্যতার প্রমাণ ও ঈমান আকিদার আলোচনা।
৬. মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তাশক্তিকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
৭. ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়ার শুরুতে س و سوف শব্দের ব্যবহার বেশি।

• মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য

১. সাধারণত সূরা ও আয়াতগুলো বড় ও গদ্যময়।
২. অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (হে ঈমানদারগণ) বলে সম্বোধন।
৩. সামাজিক বিধি-বিধান, ফৌজদারি আইন, উত্তরাধিকারী আইন, বিয়ে তালাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।
৪. যুদ্ধ, সন্ধি, গনিমত, জিজিয়া ইত্যাদির বিবরণ।
৫. ইবাদত, আহকামে শরিয়ত ও হালাল-হারামের বর্ণনা।
৬. মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে আচরণ সংক্রান্ত আলোচনা।
৭. জাকাত ও ওশরের নিয়ম-কানুন আলোচনা।

• আয়াতের প্রকারভেদ

অর্থের দিক থেকে ২ প্রকার: ১. মুহুকামাত ২. মুতাশাবিহাত
হুকুমের দিক থেকে ৩ প্রকার: ১. হালাল ২. হারাম ৩. আমছাল

• আল-কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা ও সমাধান

আল-কুরআন অধ্যয়নের সমস্যা:

১. অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় মনে করা। ২. একই বিষয়ের বারবার উল্লেখ।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❀ ১০

৩. বিষয়সূচি না থাকা । ৪. নাজিলের প্রেক্ষাপট না জানা ।

৫. নাসিখ-মানসুখ (তথা কোনো কোনো আয়াতের বিধান স্থগিত, রহিত, যা পরিবর্তিত এ বিষয়টি) না জানা । ৬. আরবি ভাষা না জানা ।

● সমাধানের উপায়

১. অধ্যয়নের সময় নিরপেক্ষ মনমগজ নিয়ে বসা ।

২. আয়াত নাজিলের প্রেক্ষাপট ও রাসূল ^{পাঠাত} ^{আল্লাহর} ^{আয়াত} এর আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা ।

৩. নাসিখ- মানসুখ জানা ।

৪. আরবি ভাষা শেখার চেষ্টা করা ।

৫. আল-কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরিক হওয়া ।

● ওহি কী

ওহি অর্থ ইশারা করা, প্রত্যাদেশ করা, কিছু লিখে পাঠান, কোন কথাসহ লোক পাঠান, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে কিছু জানিয়ে দেওয়া ।

শরিয়তের পরিভাষায়: আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবী আলাইহিস সালামগণকে ফেরেশতার মাধ্যমে কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে কোনো বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া ।

ওহি কত প্রকার : ওহি দুই প্রকার

১. ওহি মাতলু (আল-কুরআন) ২. ওহি গায়রে মাতলু (আল-হাদিস)

● ওহি নাজিলের ধরণ ৭টি

১. সত্য স্বপ্নযোগে ২. ঘটাস্থানির ন্যায় ৩. জিবরাইল (আ) এর নিজস্ব আকৃতিতে ৪. জিবরাইল (আ) কর্তৃক মানুষের আকৃতিতে ৫. ইসরাফিল (আ) এর মাধ্যমে । ৬. পর্দার অন্তরাল থেকে । ৭. অন্তকরণে টেলে দেয়া/ইলহামের মাধ্যমে

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ১১

• আল-কুরআন সঙ্কলনের ইতিহাস

তিন যুগে বিভিন্নভাবে আল-কুরআন সঙ্কলিত হয়েছে।

• রাসূল ﷺ এর যুগ

১. মুখস্থ করার মাধ্যমে: হাফিজে কুরআনগণের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালেম ইবনে মাকাল, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়িদ বিন সাবিত, আবু যায়িদ, আবুদ দারদা রাযিআল্লাহু তাআলায়ু আনহু প্রমুখ।

২. লেখার মাধ্যমে : কাতেবে ওহিগণের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়িদ বিন সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তাআলায়ু আনহু প্রমুখ। তারা পাথর, খেজুরের ডাল, চামড়া ইত্যাদির ওপর আল-কুরআনের আয়াতসমূহ লিখে সংরক্ষণ করতেন।

• হযরত আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলায়ু আনহু এর যুগ

ভভনবী মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে অসংখ্য হাফিজে আল-কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। এতে আল-কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কায় হযরত ওমরের রাযিআল্লাহু তাআলায়ু আনহু পরামর্শক্রমে খলিফা আবু বকর রাযিআল্লাহু তাআলায়ু আনহু হযরত যায়িদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে আল-কুরআন সঙ্কলন বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের সদস্যগণ কঠোর সাধনা করে আল-কুরআনের লিখিত বিভিন্ন অংশকে হাফেজে আল-কুরআনের সাথে সমন্বয় করে একত্র করেন। যার নাম রাখা হয় মাসহাফে সিদ্দিকী। হযরত আবু বকরের রাযিআল্লাহু তাআলায়ু আনহু মৃত্যুর পর এ কপিটি হযরত ওমরের কাছে এবং তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত হাফসা রাযিআল্লাহু তাআলায়ু আনহু একে সংরক্ষণে রাখেন।

• হযরত উসমান (রা) এর যুগ

হযরত ওমর রাযিআল্লাহু তাআলায়ু আনহু ও উসমান রাযিআল্লাহু তাআলায়ু আনহু এর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটায় আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা আল-কুরআন মাজিদকে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ করতে থাকেন। এতে আল-কুরআন বিকৃতির আশঙ্কায় হযরত উসমান (রা) আল-কুরআনের বিকৃত অংশগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে দেন

এবং মাসহাফে সিদ্দিকী এর অনুরূপ সাতটি কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। আজ পর্যন্ত আল-কুরআন মাজিদ সে অবয়বেই বিদ্যমান। এর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন হয়নি।

● কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থের নাম

১. তাফসির ইবনে আক্বাস- আবদুল্লাহ ইবনে আক্বাস
২. তাফসিরে ইবনে কাসীর-আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর (তাফসীর কুরআনুল আজীম)
৩. মায়ারেফুল কুরআন- মুফতি মোহাম্মদ শফী
৪. তাফসির জালালাইন- জালালুদ্দীন মহল্লি ও জালালুদ্দীন সুয়ুতি।
৫. তাফসিরে কাশশাফ- জারুল্লাহ যমাখশারী
৬. ফি জিলালিল কুরআন- সাইয়েদ কুতুব শহীদ
৭. তাফহিমুল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী
৮. The Message- Muhammad Asad

● এক নজরে আল কুরআন

১. সূরা -১১৪
২. মাক্কি সূরা- ৮৬, মতান্তর ৮৯
৩. মাদানি সূরা- ২৮, মতান্তর ২৫
৪. আয়াত সংখ্যা- ৬৬৬৬ (গ্রহণযোগ্য মতে ৬২৩৬)
৫. রুকু ৫৫৪, মতান্তর ৫৬১
৬. সিজদার আয়াত ১৪টি মতান্তর ১৫টি।
৭. পারা ৩০।
৮. ১ম নাজিলের সময়: হিজরি পূর্ব ১৩ সনে, ৬১০ ঈসায়ী।
৯. নাজিলের শেষ সময়: হিজরি ১১ সনে, ৬৩২ ঈসায়ী।
১০. পূর্ণাঙ্গ আল-কুরআন সর্বপ্রথম গ্রন্থবদ্ধ হয় হিজরি ১২ সনে (৬৩৩ ঈসায়ী), হযরত আবু বকর ^{রাযিআল্লাহু আনহু} এর পৃষ্ঠপোষকতায়।
১১. আল-কুরআনে হরকত সংযোজন করেন- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, হিজরি ৭৫ সালে (৬৯৪ ঈসায়ী)।
১২. মনজিল সংখ্যা -৭টি।

১৩. আল-কুরআনে (আল্লাহ) শব্দটি ২৫৮৪/২৬৯৯ বার এসেছে ।
১৪. আল-কুরআনে (মুহাম্মাদ) শব্দটি ৪ বার এসেছে ।
১৫. আল-কুরআনে (লা ইলাহা ...) শব্দটি ২ বার এসেছে ।
১৬. সূরা “আত-তওবার” শুরুতে বিসমিল্লাহ নেই ।
১৭. সূরা “আত-তওবার” অপর নাম ‘আল-বারাআত’
১৮. সূরা “আন-নামলে” দুইবার বিসমিল্লাহ উল্লেখ আছে ।
১৯. সূরা “মুহাম্মাদ” এর অপর নাম সূরা “কিতাল” ।
২০. সূরা “আল-মুমিন” এর অপর নাম সূরা “গাফের ”
২১. সূরা “হামিম সিজদাহ ” এর অপর নাম সূরা “ফুসসিলাত” ।
২২. সাহাবাগণের ^{বিসমিল্লাহ} _{আনহ} মধ্যে হযরত যায়িদ বিন হারিসের ^{বিসমিল্লাহ} _{আনহ} নাম কুরআনে এসেছে । (সূরা আহযাব- ৩৭)
২৩. আল-কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন (আংশিক) মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া ।
২৪. আল-কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন- গিরিশ চন্দ্র সেন (নরসিংদী)
২৫. আল কুরআনে ২৫ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ আছে ।

• দারসুল কুরআনের ক্ষেত্রে কতিপয় দিক

১. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ২. সরল অনুবাদ ৩. সূরার নামকরণ ৪. নাজিলের সময়কাল ও অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট ৫. নির্বাচিত অংশের বিষয়বস্তু ৬. ব্যাখ্যা ৭. আয়াতের শিক্ষা

• সূরা ফাতিহার কয়েকটি নাম

১. উম্মুল-কুরআন (أُمُّ الْقُرْآنِ) (আল-কুরআনের জননী)
২. উম্মুল কিতাব (أُمُّ الْكِتَابِ) (কিতাবের জননী)
৩. সূরাতুশ শিফা (سُورَةُ الشِّفَاءِ) (আরোগ্য লাভের সূরা)
৪. সূরাতুদ দোয়া (سُورَةُ الدُّعَاءِ) (প্রার্থনার সূরা)
৫. সূরাতুল মোনাজাত (سُورَةُ الْمُنَاجَاةِ) (মুক্তির দোয়া)
৬. সূরাতুস সালাত (سُورَةُ الصَّلَاةِ) (নামাজের সূরা)

উলুমুল হাদিস

• হাদিস কী?

হাদিস আরবি শব্দ। আরবি অভিধান ও আল-কুরআনের ব্যবহার অনুযায়ী 'হাদিস' শব্দের অর্থ কথা, বাণী, বার্তা, সংবাদ ইত্যাদি। পরিভাষায়, মহানবী (সা) এর কথা, কাজ, অনুমোদন ও মৌনসম্মতিই হাদিস। হাদিসের অপর নাম খবর। ব্যাপক অর্থে সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবেয়ীদের কথা, কাজকেও হাদিস বলা হয়। সাহাবাদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে বলা হয় 'আসার'।

• ইলমে হাদিসের কিছু পরিভাষা

সাহাবী (صَحَابَةٌ) : যে ব্যক্তি রাসূল ^{সাহাবী} ^{আল-কুরআন} ^{আল-হাদিস} এর সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর জীবদ্দশায় রাসূলে করীম ^{সাহাবী} ^{আল-কুরআন} ^{আল-হাদিস} কে ঈমানের সাথে দেখেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি সাহাবী।

তাবেয়ি (تَابِعِي) : যিনি বা যাঁরা ঈমানের সাথে কোন সাহাবীর সহচর্য লাভ করেছেন ও সাহাবীদের অনুকরণ অনুসরণ করেছেন এবং ঈমানের সাথে মারা গেছেন করেছেন তাঁদেরকে তাবেয়ি বলে।

তাবে তাবেয়ি (تَابِعِ التَّابِعِي) : যিনি বা যাঁরা ঈমানের সাথে কোন তাবেয়ির সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর নিকট ইসলামী জ্ঞান আহরণ করেছেন ও তাঁর অনুকরণ অনুসরণ করেছেন এবং ঈমানের সাথে মারা গেছেন, তাঁদেরকে 'তাবে তাবেয়ি' বলে।

রেওয়য়াত (رَوَايَةٌ) : হাদিস বা আসার বর্ণনার পদ্ধতিকে 'রেওয়য়াত' বলে।

রাবি (الرَّوِي) : হাদিস বা আসার বর্ণনাকারীকে 'রাবি' বলে।

দেরায়েত (دِرَايَةٌ) : হাদিস বাছাইয়ের পদ্ধতিকে 'দেরায়েত' বলে।

সনদ (سَنَدٌ) : হাদিস বর্ণনার ধারাবাহিকতাকে 'সনদ' বলে।

মতন (مَتْنٌ) : হাদিসের মূল বক্তব্যকে 'মতন' বলে।

রিজাল (رِجَالٌ) : হাদিসের রাবি সামষ্টিকে 'রিজাল' বলে ।

আসমাউল রিজাল (أَسْمَاءُ الرَّجَالِ) : যে শাস্ত্রে রাবিদের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয় ।

আদালত (عَدَالَةٌ) : মানুষের ভেতরের যে আদিম শক্তি তাকে 'তাকওয়া' ও 'মরুওত' অবলম্বন করতে (এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত রাখতে) উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদালত' বলে ।

আ'দিল (عَادِلٌ -ন্যায়বান) : যে ব্যক্তি 'তাকওয়া' ও 'মরুওত' অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে 'আদিল' বলে

সিকাহ (ثِقَّةٌ - নির্ভযোগ্যতা) : যে ব্যক্তির মধ্যে আ'দল গুণ পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায় তাকে 'সিকাহ' বলে ।

আসহাবে সুফ্ফা (أَصْحَابُ الصِّفَةِ) : যে সমস্ত সাহাবী সবসময় রাসূল ^{সাহাবাহু} এর সাহচর্যে থাকতেন অর্থাৎ রাসূলের ^{সাহাবাহু} তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং তাঁর আদেশ নিবেদন শুনতেন ও কণ্ঠস্থ করতেন, তাদেরকে 'আসহাবে সুফ্ফা' বলে । এদের সংখ্যা ৭০জন ।

মুহাদ্দিস (الْمُحَدِّثُ) : যিনি হাদিসশাস্ত্রের পণ্ডিত, হাদিস চর্চা করেন, হাদিসের সনদ ও মতন সহ বহু হাদিসের জ্ঞান রাখেন তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বলে ।

শায়খ (الشَّيْخُ) : হাদিসের শিক্ষককে শায়খ বলে ।

হাফিজ (حَافِظٌ) : সনদ ও মতন সহ ১ লক্ষ হাদিস মুখস্থকারী ।

হুজ্জাত (حُجَّةٌ) : যিনি সনদ ও মতনসহ সমস্ত বৃত্তান্তসহ তিন লক্ষ হাদিস মুখস্থ বা আয়ত্ত করেছেন তাকে 'হুজ্জাত' বলে ।

হাকিম (حَاكِمٌ) : যিনি সনদ ও মতনসহ সমস্ত হাদিস মুখস্থ ও আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাকিম' বলে

ফকিহ (فَقِيهٌ) : যারা হাদিসের আইনগত দিক পর্যালোচনা করেছেন তাদেরকে 'ফকিহ' বলে ।

সিহাহ সিত্তাহ (الصِّحَاحُ السِّتَّةُ) : ৬ খানা বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তাহ বলে।

১. সহিহ বুখারী ২. সহিহ মুসলিম ৩. সহিহ তিরমিযী ৪. আবু দাউদ ৫. নাসায়ী ৬. ইবনু মাজাহ।

সহীহাইন (صحيحين) : বুখারী ও মুসলিম হাদিস গ্রন্থদ্বয়কে একত্রে বলা হয় সহীহাইন।

সুনানু আরবায়্যা (السُّنُنُ الأَرَبِيَّةُ) : আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ; এ চারখানা গ্রন্থকে এক সাথে সুনানু আরবায়্যা বলা হয়।

মুত্তাফিকুন আলাইহি (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : যে হাদিস বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করা হয়েছে।

হাদিসে কুদসি (الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ) : যে হাদিসের ভাব আল্লাহর আর ভাষা রাসূল সাহাবাহু
আলাইহিস
সলামএর তাই হাদীসে কুদসি।

হাদিসে নববী (الْحَدِيثُ النَّبَوِيُّ) : হাদিসে কুদসি ব্যতীত সকল হাদিস।

আসার (أثر) : সাহাবায়ে কেরামের কথা ও কাজকে আসার বলে।

জামি (الْجَامِعُ) : যে গ্রন্থে প্রধানত নিম্নোক্ত ৮টি অধ্যায় আছে আছ-ছিয়ার, আত-তাফসির, আল-আকাঈদ, আল-ফিতান, আল-আদাব, আশয়াতুস-সা'আ, আল-আহকাম, আল-মানাকিব।

হাদিসের শ্রেণীবিভাগ

● হাদিসশাস্ত্রের পণ্ডিতগণ হাদিসকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন-

১. কাওলি (قَوْلِي) : রাসূল সাহাবাহু
আলাইহিস
সলামএর কথা সংবলিত হাদিসকে কাওলি হাদিস বলে। আদেশ, নিষেধ অথবা অন্যান্য যত প্রকার মৌখিক বর্ণনা তাকে 'কাওলি' বলে

২. ফেলি (فِعْلِي) : রাসূল সাহাবাহু
আলাইহিস
সলামএর বাস্তব জীবনের কর্মমূলক হাদিসকে ফেলি

হাদিস বলে। কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার, উঠা-বসা, লেন-দেন সম্পর্কীয় কথাগুলোকে ফেলি বলে

৩. তাকুরিরি (تَقْرِيرِي) : সাহাবীগণের যে সব কথা ও কাজের প্রতি রাসূল ^{সাহাবীগণের} ^{আলাহিকার} ^{হাদিসকে} সমর্থন প্রদান করেছেন তাকে তাকুরিরি হাদিস বলে।

• বর্ণনাকারীদের (রাবি) সিলসিলা অনুযায়ী হাদিসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়-

১. মারফু (مَرْفُوعٌ) : যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র রাসূলুল্লাহ ^{সাহাবীগণের} ^{আলাহিকার} ^{হাদিসকে} পর্যন্ত পৌঁছেছে।

২. মাওকুফ (مَوْكُوفٌ) : যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র সাহাবি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৩. মাকতু (مَقْطُوعٌ) : যে হাদিসের বর্ণনা সূত্র তাবেয়ি পর্যন্ত পৌঁছেছে।

• রাবিদের বাদপড়ার দিক থেকে হাদিস দুই প্রকার-

১. মুত্তাসিল ২. মুনকাতি'

১. মুত্তাসিল (الْمُتَّصِلُ) : যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা ওপর হতে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়েছে, কোন রাবি বাদ বা উহ্য থাকেনি তাকে মোত্তাসিল বলে।

২. মুনকাতি (الْمُنْقَطِعُ) : সূত্র অসংলগ্ন অর্থাৎ যে হাদিসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয় নি, কোন না কোন স্থানের রাবি বাদ পড়েছে বা উহ্য রয়েছে এ ধরনের হাদিসকে মুনকাতি' বলে।

• রাবির গুণ অনুযায়ী হাদিস তিন প্রকার

১. সহীহ (صَحِيحٌ) : যে হাদিস মুত্তাসিল সনদ (অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা সূত্র), রাবি ন্যায্যপরায়ণ, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ স্মরণশক্তিসম্পন্ন এবং হাদিসটি শায় ও মুয়াল্লাল নয়।

২. হাসান (حَسَنٌ) : স্বচ্ছ স্মরণশক্তি ব্যতীত সহীহ হাদিসের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যার মধ্যে বিদ্যমান।

৩. **ضَعِيفٌ** (ضَعِيفٌ) : যে হাদিস উপরোক্ত সকল কিংবা কোন কোনটার উল্লেখযোগ্য ত্রুটি থাকে তাকে **ضَعِيفٌ** হাদিস বলে ।

• বর্ণনাকারী তথা রাবিদের সংখ্যা অনুযায়ী হাদিস চার প্রকার

১. **مُتَوَاتِرٌ** (مُتَوَاتِرٌ) : ঐ হাদিস, প্রত্যেক যুগে যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, যাদের মিথ্যাচারে মতৈক্য হওয়া স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব ।

২. **مَشْهُورٌ** (مَشْهُورٌ) : যে হাদিসের বর্ণনাকারী কোন যুগেই বর্ণনাকারীর সংখ্যা তিনের কম ছিল না ।

৩. **عَزِيزٌ** (عَزِيزٌ) : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন যুগেই দুই এর কম ছিল না ।

৪. **غَرِيبٌ** (غَرِيبٌ) : যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোন কোন যুগে একজনে পৌঁছেছে ।

(শেষোক্ত তিন প্রকার হাদিসকে একসাথে ‘খবরে আহাদ’ বলে) ।

• ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার দিক থেকে হাদিস ২ প্রকার

১. হাদিসে শায় (**الْحَدِيثُ الشَّاذُّ**): যে হাদিসের বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত কিন্তু তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ত রাবির বর্ণনার বিপরীত ।

২. হাদিসে মুয়াল্লাল (**الْحَدِيثُ الْمُعَلَّلُ**): যে হাদিসের বর্ণনা সূত্রে এমন এক সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে, যা কেবল হাদিসশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই বুঝতে পারেন ।

• হাদিস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শিক্ষাদানের ওপর নির্ভর করে মুহাদ্দিসগণ সাহাবাদের চার ভাগে বিভক্ত করেছেন

১. **مُكَاتِّبُونَ** (مُكَاتِّبُونَ): যে সকল সাহাবা একহাজার বা ততোধিক হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে মুকাত্তিবুন বলে ।

২. **مُتَوَسِّطُونَ** (مُتَوَسِّطُونَ): যে সকল সাহাবা পাঁচশত বা ততোধিক হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে মুতাস্বিতুন বলে ।

৩. মুকিল্লুন (مُقَلِّلُونَ): যে সকল সাহাবা চল্লিশ থেকে পাঁচশত হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে মুকিল্লুন বলে।

৪. আকাল্লুন (أَقَلُّونَ): যে সকল সাহাবা চল্লিশের কম হাদিস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে আকাল্লুন বলে।

• আল-কুরআন ও হাদিসে কুদসির মধ্যে পার্থক্য

১. হাদিসে কুদসির ভাব আল্লাহর আর ভাষা রাসূল পাওয়া যায় আল্লাহর হাদিসে এর, পক্ষান্তরে আল-কুরআনের ভাব, ভাষা দুটিই আল্লাহ তায়ালার।

২. আল-কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ, যা তিনি ঘোষণা করেছেন, কিন্তু হাদিসে কুদসির ক্ষেত্রে তা বলা হয়নি।

৩. নামাজে আল-কুরআন তেলাওয়াত করা বাধ্যতামূলক, কিন্তু নামাজে হাদিসে কুদসি পড়ার সুযোগ নেই।

৪. আল-কুরআন তেলাওয়াতে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকি কিন্তু হাদিসে কুদসির ব্যাপারে এমন কোন ঘোষণা নেই।

৫. অপবিত্র অবস্থায় আল-কুরআন স্পর্শ করা হারাম, কিন্তু হাদিসে কুদসি স্পর্শ করা যায়।

• হাদিসে কুদসি ও হাদিসে নববীর মধ্যে পার্থক্য

১. যে হাদিসের ভাব আল্লাহর, ভাষা রাসূলের তাকে বলা হয় হাদিসে কুদসি। আর যে হাদিসের ভাব ও ভাষা দুটোই রাসূলের, তাকে বলা হয় হাদিসে নববী।

২. যে হাদিসে আল্লাহ বলেছেন/আল্লাহ নির্দেশ করেছেন ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে তাকে বলা হয় হাদিসে কুদসি।

পক্ষান্তরে রাসূল পাওয়া যায় আল্লাহর হাদিসে এর কথা কাজ ও মৌনসম্মতিই হাদিসে নববী।

• হাদিস ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য

হাদিস আরবি শব্দ। পরিভাষায়, মহানবী পাওয়া যায় আল্লাহর হাদিসে এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিই হাদিস।

সুন্নাত হল রাসূল পাওয়া যায় আল্লাহর হাদিসে এর বাস্তব কর্মনীতি, কথা, কাজ, অনুমোদনকেই সুন্নাত বলে।

● আশারায়ে মুবাশশারাহ : একসাথে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী

১. হজরত আবু বকর ইবনু আবি কুহাফা রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু
২. হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু
৩. হজরত উসমান ইবনু আফফান রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু
৪. হজরত আলী ইবনু আবি তালিব রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু
৫. হজরত তালহা বিন ওবায়দিলাহ রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু
৬. হজরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু
৭. হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু
৮. হজরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু
৯. হজরত সাঈদ বিন আবি ওয়াক্কাস রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু
১০. হজরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু

● অধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ

১. হজরত আবু হুরাইরা রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু - ৫৩৭৪
২. হজরত আয়েশা রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু - ২২১০
৩. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু - ১৬৬০
৪. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু - ১৬৩০
৫. হজরত জাবির ইবনে আবদিলাহ রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু - ১৫৪০
৬. হজরত আনাস ইবনে মালিক রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু - ১২৮৬
৭. হজরত আবু সাঈদ খুদরী রুযিয়্যাহু
কা হাদীশ
আনহু - ১১৭০

● উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রাহ.)
২. শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রাহ.)
৩. হোসাইন আহমাদ মাদানি (রাহ.)
৪. মুফতি আমিমুল ইহসান (রাহ.)
৫. আল্লামা আযিযুল হক (রাহ.)

ইলমে তাজবিদ

(عِلْمُ التَّجْوِيدِ) তাজবিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ সুন্দরকরা ও সাজানো। পারিভাষিক অর্থে যে ইলমের মাধ্যমে কুরআনুল কারিমের প্রতিটি মাখরাজ ও সিফাত যথাযথভাবে জানা যায় তাকে ইলমে তাজবিদ বলা হয়।

● লাহান (ভুল তিলাওয়াত)

তাজবিদের নিয়ম-কানুন লংঘন করে আল-কুরআন তিলাওয়াত করাকে লাহান বলা হয়।

লাহান দুই প্রকার : ১. লাহানে জলি বা স্পষ্ট ভুল ২. লাহানে খফি বা অস্পষ্ট ভুল।

১. লাহানে জলি: তিলাওয়াতের সময় এক অক্ষরের স্থলে অন্য অক্ষর পড়া যেমন (فُلٌ) (كُلٌ) পড়া, অথবা এক হরকতের স্থলে অন্য হরকত পড়া (أَنْعَمْتُ) এর জায়গায় (أَنْعَمْتُ)

২. লাহানে খফি: মদ, নুনে সাকিন ও তানবিন ইত্যাদিতে ভুল করা-এতে তেলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। যেমন, (أَنْتَ) এর নুনে সাকিনকে ইকফা না করে ইয়হার করে পড়া। এতে অর্থের পরিবর্তন হয় না এবং নামাজ নষ্ট হয় না।

● মাখরাজ পরিচিতি

আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। মাখরাজ- ১৭টি এই ১৭টি মাখরাজ ৫ স্থানে অবস্থিত।

(ক) কঠনালী (খ) জিহ্বা (গ) উভয় ঠোঁট (ঘ) নাকের বাঁশি (ঙ) মুখের খালি জায়গা।

● কঠনালী ৩টি মাখরাজে ৬টি হরফ

১ নং মাখরাজ: হলকরে শুরু হতে- (هَمْزُهُ-هَاء)

২. হলকের মধ্যখান হতে ح ع (عَيْن-حَاء)

৩. হলকের শেষভাগ হতে- غ خ (عَيْن-حَاء)

• জিহ্বা হতে ১০টি মাখরাজে ১৮টি হরফ (حَرَف)

৪. জিহ্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ق (قَاف)

৫. জিহ্বার গোড়া হতে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর ওপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে- ك (كَاف)

৬. জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে,

(جِيم-شَيْن-يَاء) ي ش ج

৭. জিহ্বার গোড়ার কিনারা সামনের উপরের একপাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে- ض (ضَاد)

৮. জিহ্বার আগার কিনারা সামনের উপরের একপাশের দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে- ل (لَام)

৯. জিহ্বার আগা তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ن (نُون)

১০. জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে, ر (رَاء)

১১. জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে:

(طَاء-ذَال-تَاء) ط د ت

১২. জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে-

(صَاد-سَيْن-زَاء) ص س ز

১৩. জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে-

(ظَاء-ذَال-تَاء) ظ ذ ث

১৪. নিচের ঠোঁটের পেট সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে ف (فَاء)

(فَاء)

১৫. দুই ঠোঁট হতে (ওয়াও উচ্চারণের সময় দুই ঠোঁট গোল হবে):

(وَأُو-بَاء-مِيم) و ب م

১৬. মুখের খালি জায়গা হতে মাদ্দের হরফ উচ্চারিত হয়। মাদ্দের হরফ তিনটি। ওয়াও, আলিফ ও ইয়া। যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযমওয়ালা ওয়াও এবং জেরের বাম পাশে জযমওয়ালা ইয়া। মাদ্দের হরফ এক

আলিফ টেনে পড়তে হয়। যেমন- بِأُوُّ ۞

১৭. নাকের বাঁশি হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। আন্না, ইন্না, আন্মা ইত্যাদি।

إِنَّ أِنَّ أَمَّ

- হরফে হালকি ৬ টি ح غ خ ع ه
- হরফে শাফভি ৪ টি- و م ف ب
- হরফে ওয়াসতি ১৮টি ث ... ظ

- নূন সাকিন ও তানবিন
- নূন সাকিন ও তানবিনের চারটি বিধান রয়েছে

১. ইযহার (إِظْهَارُ) (স্পষ্ট করা) ৩. ইদগাম (إِدْغَامُ) (মিল করা)

২. ইকলাব (إِقْلَابُ) (বদল করা) ৪. ইখফা (إِخْفَاءُ) (গোপন করা)

১. ইযহার (إِظْهَارُ): ইযহার অর্থ আওয়াজকে স্পষ্ট করে পড়া। ইযহারের হরফ

ছয়টি, যথা: ح غ خ ع ه

নূন সাকিন বা তানবিনের পরে এই ছয়টি হরফের (হরফে হালকি) কোন একটি

হরফ থাকলে ۞ নূন সাকিন বা তানবিনকে গুন্নাহ ও ইখফা ছাড়াই নিজ মাখরাজ

থেকে স্পষ্ট করে পড়াকে ইযহার বলে। ۞ নূন সাকিন এর পরে যেমন- أَنْعَمْتَ

এবং তানবিন এর পরে যেমন- سَيَسُوعُ عَلَيْهِمُ

২. ইকলাব (إِقْلَابٌ) : ইকলাব অর্থ বদল করে পড়া। ইকলাবের হরফ একটি ب (বা) এই হরফ ن নূন সাকিন বা তানবিন এর পরে (ب) থাকলে ঐ (ن) নূন সাকিন বা তানবিনকে মিম (م) দ্বারা বদল করে ইখফা ও গুল্লাহ করে পড়তে হয়। (ن) নূন সাকিন এর পরে যেমন مِنْ بَعْدِ তানবিনের পরে যেমন. (سَبِيحٌ بَصِيرٌ)

৩. ইদগাম (إِدْغَامٌ) : ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া।

ইদগামের হরফ ছয়টি (يُرْمَلُونَ) ی-ر-م-ل-و-ن

ن নূন সাকিন বা তানবিন এর পরে ইদগামের এই ছয়টি হরফের কোন একটি অক্ষর আসলে ঐ ن নূন সাকিন বা তানবিনকে পরবর্তী অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলে।

• ইদগাম দুই প্রকার :

(১) ইদগামে বাগুলাহ, (২) ইদগামে বেলাগুলাহ

১. ইদগামে বাগুলাহ: ইদগামে বাগুলাহর হারফ চারটি (ی م و ن) এই চার হারফের কোন একটি হরফ ن নূন সাকিন বা তানবিন এর পরে আসলে ن নূন সাকিন বা তানবিনকে (নূনের সহিত) গুল্লাহর সহিত মিলিয়ে পড়তে হয়। ن সাকিন এর পরে যেমন ان يضرب। তানবিন এর পরে যেমন- حَطَّتْ نَغْفَرُكُمْ

২. ইদগামে বেলাগুলাহ: ইদগামে বেলাগুলাহর হরফ দুইটি, (ر ل)

নূনে সাকিন বা তানবিনের পর (র, লাম) এর যে কোন একটি বর্ণ এলে গুল্লাহ ছাড়া মিলিয়ে পড়তে হয়।

যেমন-(فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ)-যেমন

উল্লেখ্য: যখন নূন সাকিন বা তানবিন এবং ইদগামের অক্ষর একই শব্দে পাওয়া যাবে তখন ইদগামের এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। যেমন- (قُنُونٌ .) - যেমন- (صِنُونٌ)

৪. ইখফা (إِخْفَاءٌ): ইখফা অর্থ গোপন করা। ইখফার হরফ ১৫টি যথা: ت ث

ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নূন সাকিন বা তানবিনের পর উক্ত ১৫ হারফের কোন একটি হরফ থাকলে গুনাহর সাথে ইখফা করে পড়তে হয়। ن এর পরে যেমন - فَأَنْذَرْتَكُمْ

তানবিন এর পরে যেমন- خَيْرٌ أَكْثَرًا

• মিম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি

মিম সাকিন ৩ প্রকার

১. ইফখা (إِخْفَاءٌ) ২. ইদগাম (إِدْغَامٌ) ৩. ইজহার (إِظْهَارٌ)

১. ইফখা (إِخْفَاءٌ): মিম সাকিনের পরে (ب) বা বর্ণ থাকলে গুনাহ সহ ইখফা করে পড়তে হয়। যেমন وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

২. ইদগাম (إِدْغَامٌ): মিম সাকিনের পরে (م) মিম বর্ণ এলে ইদগাম গুনাহ সহ মিলিয়ে পড়তে হয়। যেমন فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

৩. ইজহার (إِظْهَارٌ): মিম সাকিনের পর (ب) বা ও (م) মিম ছাড়া অন্য যে কোন হরফ থাকলে ইখফা ও গুনাহ ছাড়া ইযহার বা স্পষ্ট করে পড়তে হয়। যেমন لَمْ يَكُنْ - أَلَمْ نَشْرَحْ

• ওয়াজিব গুনাহ

হরকতের বাম পাশে (ن) নূন ও (م) মিম হরফ ২টি দু'টির কোন একটি তাশদিদযুক্ত হলে গুনাহ করা জরুরি। তাকে ওয়াজিব গুনাহ বলে। এক্ষেত্রে গুনাহর পরিমাণ এক আলিফ। গুনাহ নাকের বাঁশি হতে উচ্চারিত হয়। গুনাহকে অনেকটা চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় উচ্চারণ করে পড়তে হয় যেমন, عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
তাছাড়া কুরআনে আরও দুই প্রকার গুনাহ আছে ১. নূন সাকিন ও তানভীনের গুনাহ ২. মিম সাকিনের গুনাহ

• পোর ও বারিক (চিকন ও মোটা)

নিম্নলিখিত বর্ণগুলো অবস্থাভেদে পোর ও বারিক করে পড়তে হয় ।

১. র (راء) ২. (আল্লাহ) শব্দের লাম (اللَّهُ)

* আল্লাহ শব্দের লাম (اللَّهُ) উচ্চারণের বিধান দুইটি :

১. আল্লাহ (اللَّهُ) শব্দের লামের (اللَّهُ) ডানে যদি জবর কিংবা পেশ থাকে তবে উক্ত লামকে (اللَّهُ) সব সময় মোটা করে পড়তে হয় । পোর মানে মোটা করে পড়া যেমন- رَفَعَهُ اللَّهُ رَادًا اللَّهُ

২. আল্লাহ (اللَّهُ) শব্দের লামের ডানে যদি জের বা কাসরাহ থাকে তবে উক্ত লামকে (اللَّهُ) বারিক বা চিকন করে পড়তে হয় । যেমন- بِسْمِ اللَّهِ - لِلَّهِ مَا قِي - السَّمَوَاتِ

আল্লাহ (اللَّهُ) শব্দের লাম (لام) অক্ষর ছাড়া যত লাম অক্ষর রয়েছে তার ডানে যে কোন হরকত হোক না কেন সর্বাবস্থায় তা বারিক বা চিকন করে পড়তে হয় । যেমন- تَقَاتِلُونَ وَمَا لَكُمْ لَا

* র (راء) হরফ ৫টি অবস্থায় পোর বা মোটা করে পড়তে হয় ।

১.র (راء) এর ওপর জবর বা পেশ হলে উক্ত র (راء) পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন - رَبُّ الْعَالَمِينَ - رَبَّمَا يَوْدُ -

২. র (راء) বর্ণ সাকিন ও তার পূর্ব বর্ণ পেশ বা জবরযুক্ত হলে উক্ত

‘র’ (راء) কে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন - اُرْكُسُوا - يَرَجِعُونَ -

৩. ‘র’ (راء) সাকিন ও তার পূর্বে (كسره عارضى) ক্ষণস্থায়ী যের বিশিষ্ট বর্ণ হলে ঐ ‘র’ (راء) বর্ণকে মোটা বা পোর করে পড়তে হয়। যেমন - اِنْ اِزْتَبْتُمْ -
- مِنْ اِزْتَصَى -

৪. ‘র’ (ر) এর পূর্ব বর্ণ যদি যের যুক্ত হয় এবং তার পরবর্তী অক্ষর নিম্নোক্ত ৭টি অক্ষরের যে কোন একটি হয় তবে ঐ ‘র’ (راء) কে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। হারফগুলো হল, ض, ط, ظ, خ, غ, ق, ه। এগুলোকে হারফে মুস্তালিয়া বলে। যেমন - مِرْصَادٌ - قِرْطَاسٌ - فِرْقَةٌ -

৫. ওয়াকফ অবস্থায় ‘র’ (راء) সাকিনের পূর্বে ইয়া (ياء) ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ সাকিন হলে এবং সাকিনের পূর্ব বর্ণে যবর অথবা পেশ হলে উক্ত ‘র’ (راء) কে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়। যেমন - صُدُورٌ شَهْرٌ - حُسْرٌ -

• চার অবস্থায় ‘র’ (راء) বারিক বা চিকন করে পড়তে হয়

১. ‘র’ (راء) বর্ণ যেরযুক্ত হলে বারিক করে পড়তে হয়। যেমন - رَجَالٌ - رِكْوًا -

২. ‘র’ (راء) বর্ণ সাকিন পূর্ব ও পূর্ববর্তী বর্ণ যের বিশিষ্ট হলে ঐ ‘র’ (راء) কে বারিক বা চিকন করে পড়তে হয়। যেমন - حَيٌّ - حَيٌّ -

৩. ‘র’ (راء) বর্ণ ওয়াকফের কারণে জযম বিশিষ্ট হলে এবং তৎপূর্বে ‘ইয়া’

(بِأَع) ভিন্ন অন্য কোন সাকিন বর্ণের পূর্বের বর্ণ যের বিশিষ্ট হয় তা হলে 'র'

(رَاع) কে বারিক বা চিকন করে পড়তে হয়। যেমন- شَعْرٌ ذِكْرٌ-

৪. 'র' (رَاع) বর্ণ ওয়াকফের কারণে সাকিন বিশিষ্ট হলে এবং তৎপূর্বে 'ইয়া'

(بِأَع) ভিন্ন অন্য কোন সাকিন বর্ণের পূর্বের বর্ণ যের বিশিষ্ট হয় তা হলে ঐ 'র'

(رَاع) কে বারিক বা চিকন করে পড়তে হয়। যেমন- حَزْرٌ-

• মাদ :

টেনে বা দীর্ঘ করে পড়ার নাম মাদ।

• মাদের হরফ তিনটি : ا و ی

১. যবরের বাম পাশে খালি আলিফ (ا)

২. যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া (ئِ)

৩. পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও (ؤِ)

• মাদ ১০ প্রকার

• এক আলিফ মাদ ৩ প্রকার

১. মাদ্দে তাবায়ি (مَدَّ طَبَعِي) : যবরের বাম পাশে খালি আলিফ, পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও, যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া হলে তাকে মাদ্দে তাবায়ি বলে। এক আলিফ টেনে পড়তে হয়। (ا و ئِ) যেমন- بَأُ-بُؤُ-

بُئِ-تَأُ-تُؤُ-تِئِ

২. মাদ্দে বদল (مَدَّ بَدَلِي) : মাদ্দের হরফের পূর্বে হামযা এলে তাকে মাদ্দে বদল বলে। একে এক আলিফ লম্বা করিয়া পড়তে হয়, যেমন- أَيَانًا-

৩. মাদ্দে লিন (مدلين) : হরফে লিনের বাম পার্শ্বে ওয়াকফ অবস্থায় সাকিন হলে তাহাকে মাদ্দে লিন বলে। লিনের হরফ ২টি।

১. যবরের বামে জযম ওয়ালা 'ওয়াও' و'

২. যবরের বামে জযম ওয়ালা ইয়া ي'

ইহাকে এক আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়, যেমন- يَيْتُ خَوْفٌ سَيِّدٌ । মাদ্দে লিন ২/৩ আলিফ টানিয়া ও পড়া যায়।

• তিন আলিফ মাদ ২ প্রকার

১. মাদ্দে আরজি (مد عارضى) : মাদ্দের হরফের বাম পার্শ্বে ওয়াকফের হালতে সাকিন হলে তাহাকে মাদ্দে আরজি বলে। ইহাকে তিন আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন- تَعْلَمُونَ ।

২. মাদ্দে মুন্ফাখিল (مد منفصل) : মাদ্দের হরফের বাম পার্শ্বে আলিফের হালতে অন্য শব্দে 'হামজাহ' (ء) উপরের চিহ্ন (~) হবে তাহাকে মাদ্দে মুন্ফাখিল বলে। ইহাকে তিন আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন- أَعْظَمْنَاكَ ।

• চার আলিফ মাদ ৫ প্রকার

১. মাদ্দে মুত্তাখিল (مد متصل) : মাদ্দের হরফের বাম পার্শ্বের একই শব্দে 'হামজাহ' (ء) হলে (উপরে থাকলে ...) তাহাকে মাদ্দে মুত্তাখিল বলে। ইহাকে চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন- أُؤْتِيكَ ।

২. মাদ্দে লাযেম (مد لازم) : হরফে মদের বাম পার্শ্বে সাকিন এলে তাহাকে মাদ্দে লাযেম বলে। ইহা চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন - دَابَّةٌ । মাদ্দে লাযেম ৪ প্রকার যথা

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৩০

১. মাদ্দে লাযেম কালমি মুসাক্কাল (مد لازم كلّى مثقل) : শব্দের মধ্যে তাশদিদযুক্ত সাকিন আসে তবে তাহাকে মাদ্দে লাযেম কালমি মুসাক্কাল বলে। ইহাকেও চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন- تَامُرُونِي

২. মাদ্দে লাযেম কালমি মুখাফ্ফাফ (مد لازم كلّى مخفف) : যদি শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পর সাকিন আসলি হলে তাহাকে মাদ্দে লাযেম কালমি মুখাফ্ফাফ বলে। ইহাকে চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন- اللَّئِن

৩. মাদ্দে লাযেম হরফি মুসাক্কাল (مد لازم حرفى مثقل) : যদি মাদ্দের হরফের পর হরফের পর তাশদিদ যুক্ত সাকিন হরফ থাকলে তাহাকে মাদ্দে লাযেম হরফি মুসাক্কাল বলে। ইহাকে চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন- اللَّم

৪. মাদ্দে লাযেম হরফি মুখাফ্ফাফ (مد لازم حرفى مخفف) : মাদ্দের অক্ষরের পর তাশদিদযুক্ত কোন বর্ণ না থাকলে তাকে মাদ্দে লাযেম হরফি মুখাফ্ফাফ বলে। ইহাকে চার আলিফ লম্বা করিয়া পড়িতে হয়। যেমন ص

• কলকলার হরফ কয়টি

কলকলার আওয়াজ লাফাইয়া উপরের দিকে যায়। শুনিতে যবরের মত শুনায়। اَبْ. اَجْ

কলকলার হরফ (ق ط ب ج د) টি (قطب جد)

আল-কুরআনে তিন প্রকারের গুন্নাহ আছে। (ক) ওয়াজিব গুন্নাহ (খ) নুনে সাকিন ও তানবিনের গুন্নাহ (গ) মি-মে সাকিনের গুন্নাহ।

• অজুর ফরজ ৪টি

১। সমস্ত মুখ ধোয়া। ২। দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া।

৩। মাথা মাসাহ করা। ৪। দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া।

• গোসলের ফরজ ৩টি

১. গরগরার সহিত কুলি করা। (কণ্ঠনালী পর্যন্ত)
২. নাকে পানি দেওয়া। (নরম জায়গা পর্যন্ত)
৩. সমস্ত শরীর ধৌত করা।

• তায়াম্মুমের ফরজ ৩টি

১. নিয়্যাত করা।
২. সমস্ত মুখ একবার মাসাহ করা।
৩. দুই হাতের কনুইসহ একবার মাসাহ করা।

• নামাজের ফরজ ১৩টি

• নামাজের বাহিরে ৭টি:

১. শরীর পাক ২. কাপড় পাক ৩. নামাজের জায়গা পাক ৪. সতর ঢাকা ৫. কিবলামুখী হওয়া ৬. সময় মত নামাজ পড়া ৭. নামাজের নিয়ত করা।

• নামাযের ভিতরে ৬টি:

১. তাকবীরে তাহরীমা ২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ৩. কিরাত পড়া ৪. রুকু করা ৫. সিজদা করা ৬. শেষ বৈঠক করা।

• রোজার ফরজ দুইটি

১. নিয়ত করা ২. সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা।

• অজু ভঙ্গের কারণ ৭ টি

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বাহির হওয়া।
২. মুখ ভরে বমি হওয়া।
৩. শরীরের ক্ষত স্থান হতে রক্ত পুঁজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়া।
৪. খুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হওয়া।

৫. চিৎ বা কাত হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমানো ।
৬. পাগল মাতাল অচেতন হলে ।
৭. নামাজে উচ্চস্বরে হাসলে ।

• দোয়ায় কুনুত (১)

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَمْدَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ أَيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نَصَلِي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعِي وَنَخْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ۔

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তোমার ওপর ঈমান আনিতেছি এবং তোমার ওপর ভরসা করিতেছি। তোমার উত্তম প্রশংসা করিতেছি। তোমার শোকর আদায় করিতেছি এবং কখনও তোমার নাশোকরি বা কুফরি করি না। যাহারা তোমার নাফরমানি করে তাহাদের সহিত আমরা সম্পর্কচ্ছেদ করি এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলি। হে আল্লাহ! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি (অন্য কারো ইবাদত করি না)। একমাত্র তোমার জন্য নামাজ পড়ি, তোমাকেই সিজদা করি (তুমি ছাড়া অন্য কাহারো জন্য নামাজও পড়ি না বা অন্য কাউকেও সিজদা করি না) এবং তোমার দিকে দ্রুত ধাবিত হই। তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকি। তোমার রহমতের আশা করি। তোমার আজাবকে আমরা ভয় করি। নিশ্চয়ই তোমার আজাব কাফেরদেরকে ধ্বংস করিবে।

• কুনুতে নাযেলা

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّكَ لَا يَدْرَأُ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْرِضُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْبِئُ إِلَيْكَ وَصَلِي

اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَ
 الْمُسْلِمَاتِ وَالْفُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَ انصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ
 وَعَدُوَّهُمْ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْكُفْرَةَ وَ الْمَشْرِكِينَ وَالْيَهُودَ وَ النَّصَارَى الَّذِينَ يَصُدُّونَ
 عَنْ سَبِيلِكَ وَ يَكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ خَالَفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ
 شَتَّتْ شَتْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ
 الْمُجْرِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
 أَجْمَعِينَ. (حَسَنِ حَسِينِ ص ۱۵۹-۱۶۰)

• জানাযা নামাজ পড়ার পদ্ধতি

জানাযার নামাজ ৪ তাকবিরের সাথে পড়িতে হইবে। প্রথম তাকবিরের পরে সানা অথবা বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে সূরা ফাতিহা পড়িবেন। দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দরুদে ইব্রাহিম পড়িবেন। তৃতীয় তাকবিরের পরে নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবেন এবং চতুর্থ তাকবিরের শেষে সালাম ফিরাইবেন।

• জানাযার ছানা :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاتُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.
 হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহিমা অতি উচ্চ, তুমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

• জানাযার দোয়া : (বালগদের জন্য)

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَاقِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنثَانَا
 اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ.
 হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ,

নারী সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবিতদেরকে ইসলামে ওপর জীবিত রাখুন এবং মৃত্যুকালে ঈমানের ওপর মৃত্যু দিন।

- জানাযার দোয়া : (নাবালেগ ছেলের জন্য)

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا

হে আল্লাহ! ওহাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী করো ও ওহাকে আমাদের পুরস্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ্য করো এবং ওহাকে আমাদের সুপারিশকারী ও গ্রহণীয় সুপারিশকারী বানাও।

- জানাযার দোয়া : (নাবালেগ মেয়ের জন্য)

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُشَفَّعَةً

হে আল্লাহ! ওহাকে আমাদের জন্য অগ্রগামী করো ও ওহাকে আমাদের পুরস্কার ও সাহায্যের উপলক্ষ্য করো এবং ওহাকে আমাদের সুপারিশকারী ও গ্রহণীয় সুপারিশকারী বানাও।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস

সহীহ নিয়ত

• আল-কুরআন

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

১. তাদেরকে এছাড়া অন্য হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা যেন দীনকে আল্লাহর জন্য খালিস করে একমুখী হয়ে আল্লাহর দাসত্ব করে এবং নামাজ কায়েম করে ও জাকাত আদায় করে- এটাই সঠিক মজবুত দীন। (সূরা বায়্যিনাহ-৯৮: ৫)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

২. যারা আখিরাতের চাষের জমি চায়, আমি তার কৃষিভূমি বাড়িয়ে দিই। আর যারা দুনিয়ার ক্ষেতফসল চায় তাকে দুনিয়া থেকেই কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু আখিরাতে তার কোনো হিস্যা নেই। (সূরা শুরা-৪২: ২০)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

৩. অপরদিকে মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহর বড়ই মেহেরবান। (সূরা বাকারা-০২: ২০৭) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা আলে ইমরান-২৯, সূরা নিসা-১৪৬, সূরা হুদ-১২৩, সূরা বনি ইসরাইল-১৮, ১৯, ৮৪, সূরা হাজ-৩৭, সূরা নামল-৭৮-৭৯, সূরা আহযাব-৩, সূরা দাহর-৯,

• হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ
إِلَى صَوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (مُسْلِمٌ : بَابُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ
الْمُسْلِمِ)

১. হযরত আবু হুরায়রা ^{রাফীয়াতাহ্} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাদাতিহ্} বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখেন। (মুসলিম: বাবু তাহরিমি জুলমিল মুসলিমি, ৪৬৫১)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكِ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (بُخَارِي: بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَجْهِ)

২. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব ^{রাফীয়াতাহ্} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ^{সাদাতিহ্} কে বলতে শুনেছি, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপরেই নির্ভর করে। আর প্রতিটি লোক (পরকালে) তাই পাবে যা সে নিয়ত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি হিজরাত করে দুনিয়ার দিকে, তাকে অর্জন করার জন্য অথবা কোন মহিলার দিকে তাকে বিয়ে করার জন্য তাহলে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যই গণ্য হবে (বুখারী)

ঈমান

• আল-কুরআন

وَالْعَصْرِ • إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ • إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ •

১. সময়ের কসম, নিশ্চয় আজ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত, তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সূরা আসর ১০৩:১-৩)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ •

২. তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে, এরপর এতে কোন সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৩৭

জিহাদ করেছে। এরাই সাচ্চা লোক। (সূরা হুজুরাত- ৪৯:১৫)

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

৩. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফরি করেছে তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। তাই শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জেনে রাখ, শয়তানের চাল আসলে বড়ই দুর্বল। (সূরা নিসা- ০৪:৭৬)

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ
لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رَسُولِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝

৪. রাসূল ঐ হেদায়াতের উপর ঈমান এনেছেন, যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর উপর নাজিল হয়েছে এবং যারা এ রাসূলকে মানে তারাও ঐ হেদায়াতকে মন থেকে মেনে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণকে মানে। আর তারা বলে: আমরা আল্লাহর রাসূলগণের একজন থেকে আর একজনকে আলাদা করি না, আমরা হুকুম শুনেছি আনুগত্য কবুল করেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে গুনাহ মাফ চাই এবং আপনারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা- ০২:২৮৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

৫. হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? (সূরা সফ-২)
উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা- ৩, ৬২, ৮৫, ২৫৬, ২৫৭, সূরা আলে ইমরান- ৮৪, ১৭৫, ১৭৯, সূরা নিসা- ২৫, ৭৬, সূরা মায়দা- ১, ৮৭-৮৮, সূরা আনয়াম- ৪৮, ৮২, সূরা আরাফ- ৯৬, সূরা আনফাল- ৪, সূরা ইউসুফ- ৬৩-৬৪. সূরা নাহল-৯৭, ৯৯, সূরা মারইয়াম- ৯৬, সূরা হাজ্জ- ২৩. সূরা মুমিনূন- ১-৩. সূরা নূর-৬২. সূরা যুমার- ১০. সূরা মোমেন- ৫১, সূরা হাদিদ-১২, সূরা হাশর-১০, ২১, সূরা সফ- ২-৩, ১১, ১২, সূরা তাগাবুন- ২, ৮,

• হাদিস

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (بُخَارِي: بَابُ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، مُسْلِمٌ: بَابُ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنْ مِنَ خِصَالِ الْإِيمَانِ)

১. হযরত আনাস ^{রুখিয়ার} ^{আনস} নবী করীম ^{সাদাতাহ} ^{আল্লাহ} ^{খি} ^{হযানদার} থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ^{সাদাতাহ} ^{আল্লাহ} ^{খি} ^{হযানদার} ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী : বাবু মিনাল ঈমানি আন ইউহিক্বা লি আখিহি মা ইউহিক্বু লিনাফসিহি, ১২) (মুসলিম: বাবুদ দালিলি আলা আন্না মিন খিছালিল ঈমান, ৬৪)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُمْتُ بِهِ (الْإِبَانَةُ الْكُبْرَى لِابْنِ بَطَّةَ، صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ)

তাওহিদ

• আল-কুরআন

وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

১. তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ। ঐ রহমান ও রাহিম ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। (সূরা বাকারা- ২:১৬৩)

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

২. তিনিই এক আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। শাসন কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (সূরা কাসাস- ২৮:৭০)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۚ اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۚ لَمْ يُولَدْ ۚ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۚ

৩. (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন। তিনিই আল্লাহ, (যিনি) একক (অদ্বিতীয়) আল্লাহ সবার কাছ থেকে অভাবমুক্ত (আর আল্লাহর কাছে সবাই অভাবী)। তাঁর কোনো সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। কেউই তাঁর সাথে তুলনার যোগ্য নয়। (সূরা ইখলাস- ১১২:১-৪)

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৩৯

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ • لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعَلِّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ •

৪. আল্লাহ ঐ চিরজীবী ও চিরস্থায়ী সত্তা, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি ঘুমান না, এমনকি তাঁর ঘুমের ভাবও হয় না। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর দরবারে সুপারিশ করতে পারে? যা কিছু বান্দাদের সামনে আছে তাও তিনি জানেন, আর যা তাদের অগোচরে আছে তাও তিনি জানেন। যা কিছু তাঁর জ্ঞানের মধ্যে আছে তা থেকে কিছুই তাদের আয়ত্তে আসতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে দিতে চান তাহলে আলাদা কথা। তাঁর শাসন আসমান ও জমিন জুড়ে আছে এবং এসবের দেখাশোনার কাজ তাঁকে ক্লাস্ত করতে পারে না। তিনি মহান ও শ্রেষ্ঠতম। (সূরা বাকারা- ০২:২৫৫)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ • هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ • هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ •

৫. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রাহমান ও রাহিম। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই বাদশাহ, অতি পবিত্র, স্বয়ং শান্তি, নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, সবার উপর বিজয়ী, নিজ হুকুম জারি করায় শক্তিমান এবং অহঙ্কারের অধিকারী। মানুষ তাঁর সাথে যে শিরক করছে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, যিনি সৃষ্টির পর পরিকল্পনাকারী, তা বাস্তবায়নকারী ও সে অনুযায়ী রূপদাতা। সব ভালো নাম তাঁরই। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর তাসবিহ করছে। তিনি মহাশক্তিশালী ও সুকৌশলী। (সূরা হাশর- ৫৯:২২-২৪)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা- ২৯,১৬৩, সূরা আলে ইমরান- ১৮,২৬,৬২, সূরা মায়েদা-৭৩,৭৬. সূরা আনয়াম- ১৭,১৯,৪৬,৭৬-৭৮,১৬৪,১৭৩, সূরা আরাফ-৫৪, সূরা ইউনুস- ২২, সূরা রা'দ- ১৬, সূরা ইব্রাহিম- ৫২, সূরা নাহল-২২,৫১,৭৩, সূরা ত্বহা- ১৪,৮৪, সূরা আশিয়া- ২২,২৫, সূরা ম'মিনুন-৯১,৯২, সূরা নূর- ৪৪, সূরা নামল- ৬০, সূরা কাছাছ- ৭১,৭২, সূরা ইয়াছিন- ৩৩-৩৫, সূরা ছোয়াদ- ৬৫, সূরা মোমেন- ৬৫, সূরা হা-মিম আস সাজদা- ৬, সূরা যোখরুখ -৮৪, সূরা ক্বাফ -৭-৮, সূরা মুলক- ৩-৫,

• হাদিস

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

১. হযরত মু'য়াজ বিন জাবাল ^{রুখিআল্লাহু আনহু} হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এই কথা বলে সাক্ষ্য দেয়া। (মুসনাদে আহমাদ)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

২. অর্থ : হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর.....” ঘোষণা করেন, অতঃপর এ কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মারা যায় তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

রিসালাত

• আল-কুরআন

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

১. তিনিই ওই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❀ ৪১

যাতে (রাসূল) ঐ দ্বীনকে অন্য দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন। আর এ বিষয়ে আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। (সূরা ফাতহ-৪৮:২৮)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

২. (হে নবী!) আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই তা জানে না। (সূরা সাবা- ৩৪:২৮)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

৩.না, হে রাসূল! আপনার রবের কসম, এরা কখনো ঈমানদার হতে পারবে না; যে পর্যন্ত এরা নিজেদের মতবিরোধের বিষয়ে আপনাকে বিচারক হিসেবে মেনে না নেয়, তারপর যে ফয়সালাই আপনি দিন তা মেনে নিতে তাদের মন খুঁত খুঁত না করে এবং তা মনে-প্রাণে গ্রহণ না করে। (সূরা নিসা-০৪: ৬৫)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

৪. দেখ! তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন। যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর তাতে তিনি কষ্ট পান। তিনি তোমাদের হিতকামী। ঈমানদারদের জন্য তিনি বড়ই স্নেহশীল ও রহমদিল। (সূরা তাওবা- ০৯:১২৮)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

৫. আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষদিনের আশা করে এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে। (সূরা আহযাব- ৩৩:২১) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা- ১১৯, সূরা আলে ইমরান- ২০,৩১,৭৯,১১৪,১৪৪,১৬৪. সূরা নিসা- ৭৯,১৩,১৬৫, সূরা মায়েদা- ৬৭,৯২,৯৯, সূরা আনয়াম- ১২৪, সূরা আরাফ- ১৫,৫৯,৭৩,১৫, সূরা

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ৪২

আনফাল- ২০, সূরা তাওবা- ১২৮, সূরা ইউসুফ- ৪৭,১০৯, সূরা রা'দ- ৭,৩০,৪০, সূরা ইব্রাহিম- ৪,৫,১০-১১, সূরা নাহল-৩৬,৮৪, সূরা বনি ইসরাইল- ১০৫, সূরা সাবা- ২৮. সূরা আশিয়া -১০৭, সূরা আহযাব - ৬,২১,৪০,৪৫-৪৬, সূরা ফাতের- ২৪, সূরা ইয়াছিন- ২-৩, সূরা হুজুরাত- ১, সূরা হাশর- ৭, সূরা সফ- ৬ ,

• হাদিস

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

১. হযরত আনাস ^{রুযিয়াল্লাহু আনহু} হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি (তথা আমার আদর্শ) তার কাছে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হব। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ (الْبَيِّنَاتُ الْكُبْرَىٰ لِابْنِ بَطَّةَ، صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ^{রুযিয়াল্লাহু আনহু} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, তোমাদের কেহই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রবৃত্তি আমার আনীত দ্বীনের অনুগত না হবে। (ইবানাতুল কুবরা লিইবনি বাত্তাহ : ২১৯)

আখেরাত

• আল-কুরআন

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ*

১. আসলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের আমলকে আমি তাদের চোখে সুন্দর বানিয়ে দিয়েছি। তাই তারা দিশেহারা হয়ে ফিরছে। (সূরা নামল- ২৭:৪)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

২. অতঃপর যে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল- ৯৯:৭-৮)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ

৩. আজ আমি তাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে যে, তারা দুনিয়াতে কী কামাই করে এসেছে। (সূরা ইয়াসিন- ৩৬:৬৫)

يَوْمَ لَا تَنْبِلُكَ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۗ

৪. এটা সেই দিন, যেদিন কেউ কারো জন্য কিছু করতে পারবে না এবং সেদিন ফয়সালার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে থাকবে। (সূরা ইনফিতার- ৮২:১৯)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ أَخِيهِ ۖ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۖ وَصَاحِبَتَيْهِ وَبَيْنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ

৫. সেদিন মানুষ তার ভাই, মা, বাপ ও বিবি-বাচ্চাদের থেকে পালাতে থাকবে। সেদিন প্রত্যেককে একটি চিন্তা ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (সূরা আবাসা- ৮০:৩৪-৩৭) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা- ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৭২-৭৩, ১১৩, ১৫৪, ১৪৮, ১৬৫-১৬৭, ১৭৪, ২৫৪, ২৫৫, সূরা আলে ইমরান-৭০,৯৪,১৬৪,১৬৯-১৭১, সূরা আনয়াম-৩২,৯২, সূরা আরাফ- ৬,১৪৭, সূরা আনফাল- ৬৭, সূরা ইউনুস- ৩,৫-৬,২৭-৩০,৫৭, সূরা রাদ- ৫, সূরা ইব্রাহিম- ৪৪-৪৫,৫১, সূরা হুদ- ১০৩, সূরা নাহল- ২২,৩০,৮৬,৮৭,৯৩, সূরা ম'মিনুন-৭৪, সূরা শূরার- ৮৮,৮৯, সূরা নামল- ৪৪,৮৯-৯০, সূরা কাছাছ-৮৩, সূরা ইয়াছিন- ৩৩,৭৭-৭৮, সূরা হা-মিম আস সাজদা-৪৬,৪৮, সূরা শূ-রা- ২০,৪৬, সূরা হাদিদ- ২০,২১, সূরা জুয়ুয়াহ-৮, সূরা ফেরাযাহ- ৩,৪,৩৭-৪০, সূরা এনফেতর- ১-৫,১৫-১৯, সূরা আলা -১৭, সূরা গাশিয়াহ- ১,৩, সূরা লাইল-১৩-১৪, সূরা তাকাসসুর-৮,

• হাদিস

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَمِلَ . (التِّرْمِذِيُّ : بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقَصَاصِ حَسَنَهُ الْأَلْبَانِيُّ)

১. হযরত ইবনে মাসউদ রখিঘাটার হা মাসআল আনহ নবী সাপাচারি আলহাইকি ফালাদার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন কোন আদম সন্তানের পা এক কদমও নড়তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা না হবে। ১. নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে? ২. যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে? ৩. ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে? ৪. কোথায় তা ব্যয় করেছে? ৫. এবং সে (দ্বীনের) যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (তিরমিযী : বাবু মাজা'আ ফি শানিল হিসাবি ওয়াল ক্বিসাসি, ২৩৪০)

সালাত

• আল-কুরআন

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالسُّعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَبِاللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

১. তারাই ঐ সব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কয়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হাজ-২২ : ৪১)

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنِ الْفَجْرِ ۗ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝

২. (হে নবী!) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামাজ কয়েম করুন। আর ফজরের (নামাজে) আল-কুরআন পড়ুন, কেননা ফজরে

আল-কুরআন পড়ার সময় (ফেরেশতারা) হাজির থাকে। (সূরা বনি ইসরাইল-১৭:৭৮)

وَاقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ •

৩. সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে নত হয় (রুকুকারী) তাদের সাথে তোমরাও নত হও (রুকু কর) (সূরা বাকারা-০২:৪৩)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ • الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَاوَرَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ •

৪. সবর ও নামাজ দ্বারা তোমরা সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই নামাজ খুব মুশকিল কাজ। কিন্তু এসব অনুগত লোকদের জন্য মুশকিল নয়, যারা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আপন রবের সাথে দেখা করতেই হবে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা, ০২:৪৫-৪৬)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَكَذَلِكَ اللَّهُ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ •

৫. (হে নবী!) আপনার প্রতি অহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তা আপনি তিলাওয়াত করুন এব নামাজ কায়েম করুন। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহর জিকর এর চেয়েও বড় জিনিস। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন। (সূরা আনকাবুত-২৯:৪৫)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা-৪৩, ১১০, ১২৫, ১৩৮, সূরা নিসা-১০১-১০৩, সূরা মায়দা-৬, ১২, ৫৫, সূরা তাওবা-৫, ১১, ৭১, সূরা হুদ-১১৪, সূরা বনি ইসরাইল-৭৮-৭৯, ১১০, সূরা ত্বাহা-১৩০-১৩২, সূরা আশিয়া- ৭৩, সূরা ম'মিনূন-২, সূরা নূর- ৩৭, সূরা ফুরকান-৬৩-৭৪, সূরা আনকাবুত- ৪৫, সূরা রোম-৩৯, ৫৫, সূরা জুমুয়াহ-৯, সূরা মাউন-৪-৫

• হাদিস

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ. (بُخَارِي: بَابُ صِفَةِ النَّارِ)

১. হযরত আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী صلى الله عليه وسلم

সাধাচারি
আলাহুদি
ফকরুলকা

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❀ ৪৬

বলেছেন, (গরমকালে যুহরের নামাজ গরমের প্রচণ্ডতা কমলে) নামাজ ঠান্ডার সময় পড়। কেননা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের শ্বাস থেকেই উৎসারিত। (বুখারী: বাবু ছিফাতিন নারি, ৩০১৯)।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَدْرِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (بُخَارِيُّ بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. (مُسْلِمٌ: بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانَ التَّخْلُفِ فِيهَا)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ^{রাযিহাউল্ জামিল আনহু} থেকে বর্ণিত। রাসূল ^{সালাতুল্ ফজালতিল} বলেছেন, একাকী নামাজ পড়ার চাইতে জামাআতে নামাজ পড়ার ফজিলত সাতাশ গুণ বেশি। (বুখারী: বাবু ফাদলি সালাতিল জামাআতি, ৬০৯; মুসলিম: বাবু ফাদলি সালাতিল জামাআতি, ১০৩৮)

যাকাত

• আল-কুরআন

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

১. যারা জাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়। (সূরা মুমিনুন- আয়াত: ২৩:৪)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

২। সালাত কয়েম কর জাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে নত হয় (রুকুকারী) তাদের সাথে তোমরাও নত হও (রুকু কর)। (সূরা বাকারা- আয়াত: ০২:৪৩)

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

৩। যারা জাকাত আদায় করে না, তারাই আখেরাত অস্বীকারকারী। (সূরা হামিম আস সাজদাহ- আয়াত: ৪১:৭)

এছাড়া সূরা বাকারা- ৮৩, ২৩, ১৭৭, ২১১, ২৬১, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৭. সূরা মায়দা- ১২, সূরা মারইয়াম- ৩১, ৫৫, সূরা মুমিনুল- ১৪, সূরা ফাতির- ২৯, ৩০, সূরা রুম- ৩৯, সূরা মা'আরিফ- ২৪, ২৫। ইমরান- ৯২, সূরা তওবা- ৪১, ৩৪, ৩৫।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৪৭

• হাদিস

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ
 إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . (بُخَارِي: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الَّذِينَ النَّصِيحَةُ، مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ أَنَّ الَّذِينَ النَّصِيحَةُ)

হযরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ <sup>রুখিয়াতাহ
আননাসিহাতু
আননাসিহাতু</sup> বলেন, আমি নবী করীম <sup>সাদায়াতাহ
আননাসিহাতু
আননাসিহাতু</sup> এর নিকট
 বাইয়াত গ্রহণ করেছি নামাজ কায়েম করার জন্য, জাকাত দেয়ার জন্য এবং
 প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনার জন্য। (বুখারী: বাবু ফাওলিন নাবিয়্যি আদ
 দ্বীনু আন নাসিহাতু, ৫৫; মুসলিম: বাবু বায়ানি আন্লাদ দ্বীনা আননাসিহাতু, ৮৩)

সাওম

• আল-কুরআন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ*

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের উপর রোজা ফরজ করে
 দেওয়া হয়েছে, যেমন তোমাদের আগের নবীগণের উম্মতের উপর ফরজ করা
 হয়েছিল। এর ফলে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ পয়দা
 হবে। (সূরা বাকারা ০২:১৮৩)

إِيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ
 يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ*

২. কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের রোজা। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয় অথবা
 সফরে থাকে, তাহলে সে অন্য সময় যেন এ দিনগুলোর রোজা আদায় করে
 নেয়। আর যারা রোজা রাখতে সক্ষম (হয়েও রোজা রাখে না) তারা যেন
 ‘ফিদইয়া’ দেয়। এক রোজার ফিদইয়া হলো একজন মিসকিনকে খাওয়ানো।

যদি তোমরা বুঝ তাহলে রোজা রাখাই তোমাদের জন্য বেশি ভালো। (সূরা বাকারা-০২:১৮৪)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
 هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ •

৩. রমজান ঐ মাস, যে মাসে আল-কুরআন নাজিল করা হয়েছে; যা মানুষের জন্য পুরোটাই হেদায়াত, যা এমন স্পষ্ট উপদেশে পূর্ণ যে, তা সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। তাই এখন থেকে যে ব্যক্তি এ মাস পায় তার অবশ্য কর্তব্য, সে যেন পুরো মাস রোজা রাখে। আর যে অসুস্থ বা সফরে থাকে, সে যেন অন্য সময় ঐ দিনগুলোর রোজা করে নেয়। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, যা কঠিন তা তিনি চান না। তোমাদেরকে এ জন্যই এ নিয়ম দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা রোজার সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, আর যে হেদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন এর জন্য তোমরা আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করতে পার এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পার। (সূরা বাকারা-০২:১৮৫) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা কদর- ১,৫, সূরা দুখান-২-৫, সূরা বাকারা ৯৯, ৯৬, ১২৫, ১৫৮, ১৯৫, ১৯৭, সূরা আলে ইমরান- ৯৬,৯৭, সূরা মায়দা- ১,৯৫,৯৬, সূরা তাওবা-৩, সূরা হজ- ২৬-২৭,২,২৯, সূরা ফাতাহ- ২৭,

• হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا
 وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . (بُخَارِي: بَابُ صَوْمِ رَمَضَانَ إِحْتِسَابًا مِنْ
 الْإِيمَانِ. مسلم: بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التَّرَاوِيعُ)

১. হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلوات الله عليه বলেছেন, যে লোক রমজান মাসের রোজা রাখবে ঈমান ও চেতনা সহকারে তার

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৪৯

পূর্ববর্তী সকল গুনা ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী: বাবু সাওমি রামাদানা ইহতিসাবান মিনাল ঈমান, ৩৭; মুসলিম বাবুত তারগিব ফি কিয়ামি রামাদানা, ১২৬৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. (بُخَارِي: بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ)

২. হযরত আবু হুরায়রা ^{রুমিগোহর আল-মাদান} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাওয়াহি আল-ইব্রাহিম ফরাসাদান} বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করতে পারল না, তবে এমন ব্যক্তির পানাহার পরিত্যাগ করার আশ্রয় কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী, বাবু মান লাম ইয়াদা' ক্বাওলায যুরি: ১৭৭০)

হজ

• আল-কুরআন

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

১. আর আপনি সকল মানুষের হজের জন্য ডাক দিন। তারা (এ ডাকে সাড়া দিয়ে) দূর-দূরান্ত থেকে পায়ের হেঁটে ও উটে চড়ে আসবে। (সূরা হাজ- ২২:২৭)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

২. নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে গণ্য। তাই যে আল্লাহর ঘরের হাজ বা উমরা করে, তাদের জন্য এ দুটো পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো কোনো গুনাহের কাজ নয়। আর যে নিজের মর্জি ও অগ্রহে কোনো ভালো কাজ করবে, আল্লাহর তা জানা আছে এবং তিনি এর মূল্য দেবেন। (সূরা বাকারা- ২:১৫৮)

أَجْعَلْنَاهُ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجْهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَأَيَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❀ ৫০

৩. তোমরা কি হাজিদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারামের খেদমত করাকে ঐ লোকদের কাজের সমান মনে করে নিয়েছো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি এবং যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে? আল্লাহর কাছে তো এরা দুজন সমান নয়। আর আল্লাহ জালিম কাওমকে হেদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা-৯:১৯) উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরো দেখুন, সূরা বাকারা-১২৫, ১৯৬, ১৯৭-১৯৯, সূরা আলে ইমরান-৯৭, সূরা হজ-২৮-৩৭, সূরা আল ফাতাহ-২৭।

• হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلَمْ يَزِفْهُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (بُخَارِي: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَلَا رَفْءَ) مُسْلِمًا: بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْفُمْرَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ)

১. হযরত আবু হুরায়রা ^{রাযিহালাহু আ'লাহু আ'সানহু} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাওয়াহু আলাইহি সলাম} বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরে হজ করতে আসল, অতঃপর স্ত্রী সংগম করেনি, কোন প্রকার অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়নি, তবে সেখান থেকে তেমন পবিত্র হয়ে) ফিরে আসে, যেমন নিষ্পাপ অবস্থায় তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল। (বুখারী: বাবু ক্বাওলিল্লাহি “ফালা রাফাছা” ১৬৯০; মুসলিম: বাবু ফাদলিল হাজ্জি ওয়াল উমরাতি: ২৪০৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ. (بُخَارِي: بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْإِيْمَانَ هُوَ الْعَمَلُ. مُسْلِمًا: بَابُ بَيَانِ كَوْنِ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ)

২. হযরত আবু হুরায়রা ^{রাযিহালাহু আ'লাহু আ'সানহু} থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সাওয়াহু আলাইহি সলাম} কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন আমল অধিক উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান। জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কোনটি? তিনি বললেন কবুল হওয়া হজ। (বুখারী: বাবু মান ক্বালা ইন্নাল ঈমানা ছয়াল আমালু, ২৫; মুসলিম: বাবু বায়ানি কাওনিল ঈমানি বিল্লাহি আফদালুল আ'মালি: ১১৮)

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৫১

শাহাদাত

• আল-কুরআন

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

১. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বল না। এরা তো আসলে জীবিত। কিন্তু তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের ধারণা হয় না। (সূরা বাকারা- ০২:১৫৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ

২. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না। তারা তো আসলে জীবিত। তারা তাদের রবের কাছে রিজিক পাচ্ছে। (সূরা আলে ইমরান- ০৩:১৬৯)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

৩. যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা মেনে চলবে তারা ঐসব লোকের সাথেই থাকবে, যাদের উপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। তাঁরা হলেন-নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালিহ (নেক) লোকগণ। তাঁরা কতই না ভালো সাথী। (সূরা নিসা-০৪:৬৯) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা- ১৫৪, সূরা আলে ইমরান- ৭০, ১৪০, ১৫৭, ১৬৯, ১৯৫, সূরা নিসা- ৬৯, ৭৪, সূরা হাজ-৫৮, সূরা মুমিনুন- ২৮, সূরা ফুরকান- ৬৩-৭৪, সূরা আহযাব- ২৩, সূরা ইয়াছিন- ২৬, সূরা মোহাম্মদ-৪, সূরা হাদিদ-১৯, সূরা বুরূজ- ৮-৯।

• হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ.

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম ^{স্বালাল্লাহু আলাইহি ওআলআলীন} বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা (বান্দাহর) শহীদের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন, শুধুমাত্র ঋণ ব্যতীত। (মুসলিম)

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ
اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

২. হযরত সাহাল ইবনে হানিফ রাফিকুল
আল-আনসারি থেকে বর্ণিত। রাসূলে করিম সাওয়াতুল্লাহ
আলাইহিস
সলাম বলেছেন
যে, ব্যক্তি আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে
শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। যদি সে ঘরে তার বিছানায় ও মৃত্যুবরণ করে
(মুসলিম)

লক্ষ ও উদ্দেশ্য

• আল-কুরআন

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ *

১. আমি তো একমুখী হয়ে তাঁর দিকেই আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান ও
জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের মধ্যে शामिल নই। (সূরা
আন'আম- ০৬:৭৯)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

২. (হে রাসূল!) বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সবরকম ইবাদত, আমার
হায়াত, আমার মওত সবকিছুই আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের জন্য। (সূরা
আন'আম- ০৬:১৬২)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ *

৩. অপরদিকে মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য
নিজের জীবন পর্যন্ত বিক্রি করে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহ বড়ই
মেহেরবান। (সূরা বাকারা- ০২:২০৭)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى
بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم *

৪. (আসল ব্যাপার হলো) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল
বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে,

(দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্বে একটি মজবুত ওয়াদা-যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচা-কেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা (সূরা তাওবাহ- ০৯:১১১)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

৫. আমি জিন ও মানবজাতিকে আমার ইবাদত করা ছাড়া আর কারো গোলামির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি। (সূরা যারিয়াত- ৫১:৫৬)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন -সূরা বাকারা -১৪৩,১৬৫,২০৭, সূরা আলে ইমরান -১১০, নিসা- ৪৬, সূরা তাওবা- ১১১, সূরা মায়দা- ৩৫, সূরা যুমার -২,১০,১১, সূরা হুদ- ৫০, আল বাইয়্যিনাহ- ৫,৮

• হাদিস

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. (أَبُو دَاوُدَ: بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانِهِ)

১. হযরত আবু উমামা ^{রুযিয়াল্লাহু আনহু} রাসূল ^{সালাতুল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, যে (কাউকে) ভালোবাসল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, শত্রুতা পোষণ করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কিছু দান করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আর দান থেকে বিরত থাকল তাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সেই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করল। (আবু দাউদ, বাবুদ দালিলি আলা যিয়াদাতিল ঈমানি ওয়া নুকসানিহি)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالتَّاسِ أَجْمَعِينَ.

২. হযরত আনাস ^{রুযিয়াল্লাহু আনহু} বলেন। রাসূল ^{সালাতুল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, তোমাদের কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (মিশকাত)

عَنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا.

৩. হযরত আব্বাস বিন মুত্তালিব ^{রাযিয়ার্হু আ সাল্লা আলাইহু} বলেন, রাসূল ^{সাওয়াহু আলাইহু আস্বাতু} বলেছেন, সে-ই ঈমানের প্রকৃত স্বাদ পেয়েছে, যে, আল্লাহকে রব, ইসলামকে জীবনব্যবস্থা (দীন) এবং মুহাম্মদ ^{সাওয়াহু আলাইহু আস্বাতু} কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্টি হয়েছে (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

৪. হযরত আনাস ^{রাযিয়ার্হু আ সাল্লা আলাইহু} বলেন, রাসূল ^{সাওয়াহু আলাইহু আস্বাতু} বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (মিশকাত)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ
الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

৫. হযরত মুআজ ইবনে জাবাল ^{রাযিয়ার্হু আ সাল্লা আলাইহু} হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল ^{সাওয়াহু আলাইহু আস্বাতু} বলেছেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে এ কথার সাক্ষী দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (বুখারী)

দাওয়াত

• আল-কুরআন

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِسَنِّ صَلِّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

১. (হে নবী!) হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে ডাকুন। আর তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে হলে সুন্দরভাবে করুন। আপনার রবই বেশি জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে সরে আছে, আর কে সঠিক পথে আছে। (সূরা নাহল- ১৬:১২৫)

وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

২. তার চেয়ে আর কে উত্তম কথার অধিকারী হতে পারে যে (মানুষকে) ডাকে

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৫৫

আল্লাহর পথে, সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত (হা-মিম আস-সাজদাহ- ৪১:৩৩)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَذَاعِيَآ إِلَى اللَّهِ بِأُذُنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

৩. হে নবী! আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী বানিয়ে, সুখবরদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে দাওয়াতদাতা বানিয়ে এবং উজ্জ্বল বাতি হিসাবে। (সূরা আহযাব- ৩৩: ৪৫-৪৬)

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝

৪. হে কঞ্চল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি! ওঠ এবং সাবধান কর এবং তোমার রবের বড়ত্ব প্রচার কর। (সূরা মুদাসসির-৭৪:১-৩)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۝

৫. নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। আর এমন কোন উম্মত গত হয়নি, যাদের মধ্যে কোনো সতর্ককারী আসেনি। (সূরা ফাতির- ৩৫:২৪)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা বাকারা - ১৪০, ২০৮, সূরা আল ইমরান- ১০৪, ১১০, সূরা মায়দা-৬৭, সূরা ইউনুস- ২৫ সূরা ইউসুফ- ১০৮, সূরা ইব্রাহিম- ৫, সূরা বনি ইসরাইল- ৫৩, সূরা কাহাফ- ২৯, সূরা আরাফ- ৫৯, ৭৩, ৮৫, ১৬৫, সূরা শূরা- ১৫,

• হাদিস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسْرُؤُوا وَلَا تَعْسِرُؤُوا وَبَشِرُؤُوا وَلَا تُنْفِرُؤُوا. (بُخَارِي: بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُؤُوا)

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক ^{রাযিওয়াল্লাহু তাআলাইহু} নবী করীম ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইরশাদ করেছেন, তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না। (বুখারী, বাবু মা কানান নাবিয়্যু ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইয়াতাখাওয়ালুহুম বিল মাওইযাতি ওয়াল ইলমি কায় লা ইয়ানফিরু- ৬৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى
كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

২. হযরত আবু হুরাইরা ^{রাযিআল্লাহু আনহু} হতে বর্ণিত। রাসূল ^{সালাতুহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির দাওয়াতে কেউ হিদায়াত প্রাপ্ত হয়, তাহলে দায়ীর জন্য (পুরস্কার) প্রতিদান হল হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমান। এতে তার অংশের কোন কমতি হয় না। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْعَنُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدَّثُوا
عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدِّدًا فَلْيَكَيْبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -
(بُخَارِي: بَابُ مَا ذَكَرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ^{রাযিআল্লাহু আনহু} থেকে বর্ণিত, নবী করীম ^{সালাতুহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম} ইরশাদ করন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর। আর বনি ইসরাইল সম্পর্কে আলোচনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা আরোপ করে, তার নিজ ঠিকানা জাহান্নামে সন্ধান করা উচিত। (বুখারী, বাবু মা যুকিরু আন বানি ইসরাইল, ৩২০২)

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْتُنَّ
مُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ
تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ - (ترمذی: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ
الْمُنْكَرِ)

৪. হযরত হুয়ায়ফা ইবনুল ইয়ামান ^{রাযিআল্লাহু আনহু} নবী করীম ^{সালাতুহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ^{সালাতুহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এরশাদ করেছেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোককে বিরত রাখবে নতুবা তোমাদের উপর শীঘ্রই আল্লাহর গজব নাজিল হবে। অতঃপর তোমরা (তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য) দোয়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না। (তিরমিযী:- ২০৯৫)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ
بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ -
(مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِيمَانِ)

৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী ^{রাযিহাউল্লাহু আনহু} নবী করীম ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের কথার দ্বারা (জনমত গঠন করে) তা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকু না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা (পরিকল্পিত উপায়ে) এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। (বা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে) আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম (নিম্নতম) স্তর। (মুসলিম - ৭০)

সংগঠন

• আল-কুরআন

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

১. নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈসব লোককে পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো মজবুত দেয়াল। (আস সাফ- ৬১: ০৪)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

২. তোমরা যেন ঐ লোকদের মতো হয়ে না যাও, যারা বহু দলে ভাগ হয়ে গিয়েছে এবং অত্যন্ত স্পষ্ট হেদায়াত পাওয়ার পরও যারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। যারা এমন আচরণ করেছে তারা সেদিন কঠোর শাস্তি পাবে। (সূরা আলে ইমরান- ০৩: ১০৫)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

৩. তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মত যাদেরকে মানবজাতির হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। আহলে কিতাবগণ যদি ঈমান আনত তাহলে তাদের জন্যই তা ভাল ছিল। যদিও তাদের কিছু লোক ঈমানদারও পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই নাফরমান। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১১০)

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

৪. তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক তো অবশ্যই থাকা উচিত, যারা নেকি ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফল হবে। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১০৪)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

৫. তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আল ইমরান-১০৩) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা-১৪৩, সূরা আলে ইমরান- ১০১, ১০৩, সূরা নিসা- ১৪৬, ১৭৫, সূরা তাওবা- ৭১, সূরা হাজ্জ- ৭৮, সূরা আহযাব- ২৩, সূরা শূ-রা- ১৩, সূরা ম'মিনুন- ৫২, সূরা সফ- ৪, ১৪,

• হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. (أَبُو دَاوُدَ: بَابُ فِي النِّدَاءِ عِنْدَ النَّفِيرِ يَا خَيْلَ اللَّهِ ازْكَبِي)

১. হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم বলেছেন, যখন কোন তিনজন ব্যক্তি সফরে থাকে, তখন যেন একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ: বাবুন ফিন নিদাই ইনদাল নাফিরি ইয়া খাইলাল্লাহির কাবী, ২২৪২) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ

رَبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ - أَبُو دَاوُدَ: بَابُ فِي قَتْلِ الْخَوَارِجِ

২. হযরত আবু যর ^{পাচোয়ারি আল্লাহর আনলার} বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ^{পাচোয়ারি আল্লাহর আনলার} বলেছেন, যে সংগঠন থেকে এক বিষত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল (আবু দাউদ: বাবুনফী ক্বাতলিল খাওয়ারিজি- ৪১৩১)

عَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَمَرْتُكُمْ بِخَيْسِ اللَّهِ أَمَرْتُ بِهِمْ بِالْجَبَاعَةِ وَالسَّنْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَبَاعَةِ وَيَدٌ شَيْبٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرِجَعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَأَدْعُوا الْمُسْلِمِينَ بِمَا سَأَهُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - (مُسْنَدُ أَحْمَدَ: حَدِيثُ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ)

৩. হযরত হারিসুল আশয়ারী ^{পাচোয়ারি আল্লাহর আনলার} থেকে বর্ণিত, নবী করীম ^{পাচোয়ারি আল্লাহর আনলার} বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ১. জামায়াতবদ্ধ হবে ২. নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে ৩. তার আদেশ মেনে চলবে ৪. আল্লাহর পথে হিজরত করবে ৫. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, আর তোমাদের মধ্য হতে যে সংগঠন হতে বিষত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল তবে যদি ফিরে আসে তা ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি (মানুষদেরকে) জাহেলিয়াতের দিক আহ্বান জানায় সে জাহান্নামি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ^{পাচোয়ারি আল্লাহর আনলার}! সে যদি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, এরপরও? রাসূল ^{পাচোয়ারি আল্লাহর আনলার} বললেন, যদি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে এরপরও জাহান্নামি হবে। তবে তোমরা মুসলমানদের ডাকো যেভাবে তিনি (আল্লাহ) তাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম, মু'মিন এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে। (মুসনাদে আহমাদ: হাদিসুল হারিসিল আশয়ারী আমিন নাবিয়্যি, ১৬৫৪২)।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِأَمَارَةٍ وَلَا
أَمَارَةً إِلَّا بِطَاعَةٍ.

৪. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব <sup>রুদীয়াতাহা
তা হাম্মা
আনহু</sup> হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সংগঠন ব্যতীত
ইসলাম নেই, আর নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব
নেই। (আসার)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَرَّقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً.

৫. হযরত আবু হুরায়রা <sup>রুদীয়াতাহা
তা হাম্মা
আনহু</sup> হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি আল্লাহর রাসূল <sup>রুদীয়াতাহা
আলাইহি
সালম</sup>
কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্যকে অস্বীকার করত জামায়াত
পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায় সে মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ
করল (মুসলিম শরীফ)

প্রশিক্ষণ

• আল-কুরআন

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ*

১. তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মিদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে
পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনান, তাদের জীবন পবিত্র করেন
এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা স্পষ্ট
গোমরাহিতে পড়ে ছিল। (সূরা জুমুআ-৬২: ২)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ*

২. যেমন (তোমরা এভাবে সফলতা লাভ করেছে) আমি তোমাদের নিকট
তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার
আয়াত পড়ে শোনান, তোমাদের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলেন,

তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদের ঐসব কথা শেখান, যা তোমরা জানতে না। (সূরা বাকারা- ০২: ১৫১)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ

৩. (ফেরেশতারা আগের কথার জের টেনে বলল) আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দিবেন এবং তাওরাত ও ইনজিলের ইলম শেখাবেন। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ৪৮)

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَيْهِ الْبَيَانَ

৪. অতি বড় মেহেরবান আল্লাহ এ আল-কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। (সূরা আর-রাহমান- ৫৫: ১-৪)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكِ فَقَالَ أَبَشَّرْتُمُ بِأَسْمَاءٍ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

৫. এরপর আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শেখালেন। তারপর এসব জিনিসকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে (যে খলিফা নিয়োগ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে) তাহলে এসব জিনিসের নাম বল দেখি। (সূরা বাকারা-০২: ৩১)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা বাকারা- ১২৯, ১৫১, ২৮২, সূরা নিসা-১১৩, সূরা রাদ- ১৬, সূরা ফাতের-২৮, সূরা যুমার- ৯, সূরা রাহমান- ১-৪, সূরা মোজাদালাহ- ১১, সূরা জুমুয়াহ-২,

• হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ. (ترمذی: بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ، صَعْفَةُ الْأَلْبَانِي)

১. হযরত আবু হুরায়রা رض থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم এরশাদ করেছেন, আল-কুরআন এবং ফারাজেজ শিক্ষা গ্রহণ কর এবং মানুষকে শিক্ষা

দাও। নিশ্চয়ই আমাকে উঠিয়ে নেয়া হবে। (তিরমিযী: বাবু মা জা'আ ফি তালিমিল ফারায়েযে, আলবানী একে দুর্বল বলেছেন, ২০১৭)

عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. (بُخَارِيُّ: بَابُ خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)

২. হযরত উসমান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি যে, নিজে আল-কুরআন মাজিদ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, বাবু খায়রুকুম মান তায়াল্লামাল আল-কুরআন ওয়া আল্লামাহ: ৪৬৩৯)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ - (مَوْظَأَ مَالِكٍ: بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ)

৩. হযরত ইমাম মালেক (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তার কাছে এই সংবাদ পৌছেছে, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, আমাকে সুন্দর, বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (মুয়াত্তা মালেক, বাবু মা জা আফি হুসনিল খুলকি)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

৪. হযরত আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে বের হয় সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযি)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سِئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْجَأُ مِنْ نَارٍ.

৫. হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূল صلى الله عليه وسلم বলেছেন, যে ব্যক্তিকে দীনের কোন ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং সে তা গোপন রাখে তাকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে। (তিরমিযি ও আবু দাউদ)

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্রসমস্যা

• আল-কুরআন

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ • خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ • اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ • الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ • عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ •

১. পড়ুন (হে রাসূল!) আপনার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি জমাট রক্তের পিণ্ড (ড্রপ) থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সূরা আলাক- ৯৬:১-৫)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ •

২. যেমন আমি তোমাদের জন্য স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও উৎকর্ষিত করে তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয় এবং যেসব কথা তোমাদের জানা নেই তা জানিয়ে দেয়। (সূরা আল বাক্বারাহ- ২:১৫১)

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ •

৩. যখন তোমাদের সামনে আল-কুরআন পড়া হয়, তখন মনোযোগের সাথে তা শুন এবং চুপ থাক। সম্ভবত এর মাধ্যমে তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষিত হবে। (আল আ'রাফ-৭:২০৪)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ •

৪. তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন নিরক্ষর রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে আমার নিদর্শন (আয়াত) সমূহ পেশ করবেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন, তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও (হিকমত) কলা-কৌশল। (সূরা আল জুমুআ-৬২:২)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ •

৫. এ এক বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন লোকেরা এর আয়াতসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বিবেকবানেরা সবক গ্রহণ করে। (সূরা সোয়াদ-৩৮:২৯) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা আলে ইমরান- ৭,১৮, (২৯০-২৯১), সূরা তাওবা- ১১২, সূরা রাদ- ১৬,১৯ সূরা নাহল- ৪৪,৮৯, সূরা বনি ইসরাইল -৫৩, সূরা কাহফ- ৭,৬৫,৬৬, সূরা ত্বহা- ১১৪, সূরা মমিনুন, সূরা হাজ্জ-৭৭, সূরা ফাতের-২৮, সূরা যুমার -৯,২৩ সূরা মুহাম্মদ- ২৪, সূরা নাজম -১৭,২৩, সূরা রাহমান-১-৪, সূরা মোজাদালাহ- ১১,

• হাদিস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. (بَيَهَقِي: شُعَبُ الْإِيمَانِ)

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক ^{পুণ্ড্রিয়ারাজ জাহান্নাম আনস} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ^{পাড়াপাড়ি আল্লাহর রাসূল} বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম (নর-নারীর) ব্যক্তির উপর ফরজ (বায়হাকী: শুয়াবুল ইমান: ১৬১৪)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ. (تَرْوِمْذِي: بَابُ أَفْضَلِ الْعِلْمِ)

২. হযরত আনাস ইবনে মালেক ^{পুণ্ড্রিয়ারাজ জাহান্নাম আনস} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ^{পাড়াপাড়ি আল্লাহর রাসূল} বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে। (তিরমিযি বাবু ফাদলি তলাবিল ইলমি-২৫৭১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَكِدٍ صَالِحٍ يَدُّ عَوْلَهُ - (مُسْلِمٌ: بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَقَاتِهِ)

৩. হযরত আবু হুরায়রা ^{রুখিয়াছা} ^{আদালত} ^{আনক} থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সাতায়াহ} ^{আলাহি} ^{হুসাইনি} বলেছেন, মানুষ যখন মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সকল আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ১. সদকায়ে জারিয়াহ। ২. এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকার লাভ করা যায়। ৩. এমন নেককার সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। (মুসলিম, বাবু মা ইয়ালহাকুল ইনসানা মিনাছ সাওয়াবে বা-দা ওফাতিহি : ৩০৮৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ - (تَرْوِذِي) : بَابُ فَضْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ

৪. হযরত আবু হুরায়রা ^{রুখিয়াছা} ^{আদালত} ^{আনক} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাতায়াহ} ^{আলাহি} ^{হুসাইনি} বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার জন্য কোন পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সহজ করে দেন। (তিরমিযী, বাবু ফাদলি তলাবিল ইলমি: ২৫৭০)

ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ

• আল-কুরআন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْرَكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ • تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ •

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে ঐ ব্যবসায়ের কথা বলব, যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আজাব থেকে বাঁচাবে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আন এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো, যদি তোমরা তা জান। (সূরা সাফ-৬১:১০-১১)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ •

২. যে চেষ্টা-সাধনা করবে, সে তা নিজের ভালোর জন্যই করবে। নিশ্চয়ই গোটা সৃষ্টি জগতে কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নাই। (সূরা আনকাবুত-২৯: ৬)

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ •

৩. তোমরা বের হও, হালকা অবস্থায়ই হোক আর ভারী অবস্থায়ই হোক এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। তোমরা যদি জানো তাহলে এটাই তোমাদের জন্য ভালো। (সূরা তাওবা-০৯: ৪১)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۗ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ۗ
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ۗ

৪. তোমাদের কি হলো যে, তোমরা ঐসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের খাতিরে আল্লাহর পথে লড়াই করছ না, যাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে এবং যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালিমদের এ জনপদ থেকে উদ্ধার করো। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারীর ব্যবস্থা কর। (সূরা নিসা-০৪: ৭৫)

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۗ

৫. যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কুফরি করেছে তারা তাওতের পথে লড়াই করে। তাই শয়তানের সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও। জেনে রাখ, শয়তানের চাল আসলে বড়ই দুর্বল। (সূরা নিসা-০৪: ৭৬)

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطٰنًا
نَّصِيرًا ۗ

৬. আর দোয়া করো, যে আমার রব! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে নাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা বানী ইসরাইল-১৭:৮০) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন-সূরা বাকারা-৮৫, ১৯৩, ২১৬, ২১৮, ২৫৬, সূরা

আলে ইমরান- ১৩, ১৪০-১৪৩, ১৫১, ১৫২-১৫৫, ১৫৮, ১৬৫-১৭১, সূরা নিসা- ৭৪, ৮৪, ৯৫, ১০২. সূরা মায়েরা- ৩৫, ৫৪, সূরা আরাফ- ৫৪. সূরা আনফাল- ১৫- ১৮, ৩৯, ৪১-৪৮, ৬০, ৬৫, সূরা তাওবা - ১৩-১৬, ২০-২৬, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৭৩, ১২৩, সূরা ইউনুস- সূরা ইউসুফ- ৪০, সূরা হাজ- ৩৯, ৪১, ৭৮, সূরা নূর- ৫৫, সূরা আনকাবুত- ৬৯, সূরা আহযাব- ২৫-২৭, সূরা শূরা- ১৩, সূরা মোহাম্মদ- ৪, ৭, ২০, সূরা ফাতাহ- ২৫, সূরা হুজরাত - ১৫, সূরা হাদিদ- ২৫, সূরা মোজাদালাহ- সূরা সফ- ৪, ১১, ১৪,

• হাদিস

عَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ. (مُسْلِمٌ: بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ)

১. হযরত আবুযর গিফারী ^{রাযিআল্লাহু আনহু} বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল ^{সাওয়াহু আলাইহি সলাম} সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার পথে জিহাদ। (মুসলিম: বাবু বায়ানি কাওলিন ঈমানি বিল্লাহি তায়ালা আফদালুল আ'মালি- ১১৯)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَا أَذُكَ عَلَى رَأْسِ الْأَمْرِ وَعُمُودِهِ وَذُرُوعَ سَنَامِهِ أَمَّا رَأْسُ الْأَمْرِ فَالْإِسْلَامُ فَمَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ وَأَمَّا عُمُودُهُ فَالصَّلَاةُ وَأَمَّا ذُرُوعَ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (مُسْنَدُ أَحْمَدَ: حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

২. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল ^{রাযিআল্লাহু আনহু} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাওয়াহু আলাইহি সলাম} বলেছেন, আমি কি তোমাকে দ্বীনের মূল সূত্র, তার খুঁটি এবং সর্বোচ্চ চূড়ার সন্ধান দিব না? রাসূল ^{সাওয়াহু আলাইহি সলাম} তার ইতিবাচক সাড়া পেয়ে বললেন, দ্বীনের মূল হলো ইসলাম, সুতরাং যে ইসলাম গ্রহণ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, খুঁটি হলো সালাত এবং তার সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর পথে জিহাদ। (মুসনাদে আহমাদ: হাদিস মুয়ায ইবনে জাবাল ^{রাযিআল্লাহু আনহু} : ২১০৫৪)

عَنْ أَنَسٍ (رضد) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَالسِّنَتِكُمْ - (النَّسَائِيُّ: بَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ)

৩. হযরত আনাস ^{রাযিযালাল্লাহু তাআলাই আনহু} থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ, হাত ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (নাসায়ী: বাবু উজুবিল জিহাদি: ৩০৪৫)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْدُوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - (بُخَارِيُّ: بَابُ الْعُدُوَّةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক ^{রাযিযালাল্লাহু তাআলাই আনহু} থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল ও একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম। (বুখারী, বাবুল গাদওয়াতি ওয়ার রাওহাতি ফি সাবিল্লিহি: ২৫৮৩)

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعُرْزِ أَى الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ كَلِمَةٌ حَتَّى عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (نَسَائِيُّ: بَابُ فَضْلِ كَنْ تَكَلَّمَ بِالْحَقِّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ)

৫. হযরত তারেক ইবনে শিহাব ^{রাযিযালাল্লাহু তাআলাই আনহু} থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} যোড়ার জিনে পা রাখার সময় এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করল, উত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বললেন, অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা। (নাসায়ী, বাবু ফাদলি মান তাকাল্লামা বিল হাক্কি ইনদা ইমামিন জায়িরিন : ৪১৩৮)

عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ أَدْرَكَنِي أَبُو عَبَّسٍ وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ - (بُخَارِيُّ: بَابُ الْمَشِيِّ إِلَى الْجُمُعَةِ)

৬. হযরত আবায়্যা ইবনে রিফায়্যা ^{রাযিযালাল্লাহু তাআলাই আনহু} বলেন, আমি জুময়ার দিকে যাওয়ার সময় আবু আবছের সাথে সাক্ষাৎ হলো। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে যার পদযুগল ধুলোয় মলিন হলো আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। (বুখারী, বাবুল মাশয়ি ইলাল জুময়াতি: ৮৫৬)

আনুগত্য

• আল-কুরআন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! (যদি তোমরা সত্যি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক তাহলে) আল্লাহকে মেনে চল এবং রাসূলকে মেনে চল। আর তোমাদের মধ্যে যাদের হুকুম দেয়ার অধিকার আছে তাদেরকেও (মানো)। তারপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং শেষ ফলের দিক দিয়েও এটাই ভাল। (সূরা নিসা-০৪: ৫৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ ও রাসূলের কথা মতো চল। আর নিজেদের আমল নষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ-৪৭: ৩৩)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

৩. যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম। (সূরা নূর-২৪: ৫২)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

৪. আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমাদের উপর রহমত করা হবে! (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৩২)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

৫. এসব আল্লাহর সীমা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলবে তাকে আল্লাহ এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরনা বইতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আর এটাই বড় সফলতা। (সূরা নিসা-০৪: ১৩)

উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা আলে ইমরান- ৩১,৩২,১৪৪, সূরা নিসা-৬৯,৮০, সূরা মায়েদা -২,৯২, সূরা আনফাল- ২০,২৪,২৭, সূরা নূর-৫১-৫৪,৬২, সূরা শূরার-১৩১, সূরা আহযাব-৩৬,৭১, সূরা হজুরাত-১৪,

• হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

১. আবু হুরায়রা ^{رضي الله عنه} থেকে বর্ণিত। নবী ^{صلى الله عليه وسلم} বলেছেন: যে ব্যক্তি আনুগত্যের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং জা'মিয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম, ইমারাহ, হাদিস নং ৫৩ (১৮৪৮))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يُعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

২. হযরত আবু হুরায়রা ^{رضي الله عنه} হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ^{صلى الله عليه وسلم} কে বলতে শুনেছেন: যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো। (বুখারী: অধ্যায় ৫৬ জিহাদ, অনুচ্ছেদ ১০৮ নেতার আদেশ শ্রবণ ও তার আনুগত্য করা, হাদিস নং-২৯৫৫)

পরামর্শ

• আল-কুরআন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

১. হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হয়ে যদি আপনি কড়া ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দোয়া করুন এবং দীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মজবুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ এসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৫৯)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

২. আর যারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে ও নামাজ কয়েম করে নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায় এবং তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছে তা থেকে খরচ করে। (সূরা শুরা-৪২: ৩৮)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوبِهِمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

৩. তাদের বেশির ভাগ গোপন শলাপরামর্শই কোন মঙ্গল থাকে না অবশ্য যদি কেউ গোপনে কাউকে দান-খয়রাত করার জন্য আদেশ করে অথবা কোন কাজ অথবা জনগণের মধ্যে সংশোধনমূলক কাজের তাগিদ দেয় (তাহলে তা ভাল) আর যদি কেউ এসব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে তাহলে তাকে আমি বিরাট প্রতিদান দেবো। (সূরা নিসা-৪:১১৪) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা বকারা -২৩৩,

• হাদিস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَمْرًا نَكْمُ خِيَارِكُمْ وَاعْتِنْيَاؤُكُمْ سَحَاكُكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَكُمْ فَظَهَرُ الْأَرْضَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرًا لَكُمْ شَرَارُكُمْ وَاعْتِنْيَاؤُكُمْ بَخْلَاكُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৭২

نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَدُّوْكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا. (تَزْمِيْدِي: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ سَبِّ الرِّيَّاحِ. ضَعْفُهُ الْأَلْبَانِي)

১. হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وآله وسلم বলেছেন, যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভালো মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরিভাগ নিচের ভাগ হতে উত্তম হবে। আর যখন তোমাদের নেতারা হবে খারাপ লোক, ধনীরা হবে কৃপণ এবং নেতৃত্ব যাবে নারীদের হাতে, তখন পৃথিবীর উপরের অংশের চেয়ে নিচের অংশ হবে উত্তম। (তিরমিযী: বাবু মা জা'আ ফিন নাহি আন সাব্বির রিয়াহি, ২১৯২, আলবানী একে দুর্বল বলেছেন)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا تَشِيدُونَ عَلَيَّ فِي قَوْمٍ يَسْتَبُونَ أَهْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطْ. (بُخَارِي: بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأْمُرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)

২. হযরত আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وآله وسلم লোকদের সামনে খুতবা দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পরে তিনি বললেন, যারা আমার পরিবারের কুৎসা করে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্পর্কে আমার প্রতি তোমাদের কী পরামর্শ আছে? আমি কখনও তাদের মধ্যে কোনরূপ মন্দ কিছু দেখি নাই। (বুখারী: বাবু কাওলিল্লাহি তায়ালা 'ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহম' ৬৮২২)

ইহতেসাব

• আল-কুরআন

أَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ

১. লোকদের হিসাব-নিকাশের সময় খুব কাছে এসে গেছে। অথচ তারা গাফিলতির মধ্যে পড়ে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। (সূরা আশ্বিয়া-২১: ১)

وَأِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

২. আসলে সত্য হলো, এ কিতাব আপনার ও আপনার কওমের জন্য বিরাট মর্যাদার বিষয় এবং এ জন্য তোমাদেরকে শিগগিরই জবাবদিহি করতে হবে। (সূরা যুখরুফ-৪৩: ৪৪)

إِنَّ إِلَيْنَا أِيَابُهُمْ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

৩. এদেরকে আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে। এরপর তাদের হিসাব নেয়া আমারই দায়িত্ব। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮: ২৫-২৬)

ثُمَّ لِنُسْأَلَنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

৪. তারপর সেদিন (দুনিয়ার সব) নিয়ামত সম্বন্ধে অবশ্যই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা তাকাসুর-১০২: ৮) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন-সূরা আরাফ- ৬, সূরা নাহল-৯৩, সূরা হুজুরাত-১০, ১২

তাকওয়া

• আল কুরআন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ•

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহকে তেমনি ভয় কর, যেমন ভয় করা উচিত। আর মুসলিম অবস্থায় ছাড়া যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়। (সূরা আলে ইমরান- ০৩: ১০২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ•

২. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল! প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত যে, সে আগামী দিনের জন্য কী ব্যবস্থা করেছে। আল্লাহকে আরো ভয় করে চল। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের সব আমলের খবর রাখেন। (সূরা হাশর-৫৯: ১৮)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ•

৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়ার জীবনযাপন করে এবং যারা ইহসানের সাথে আমল করে। (সূরা নাহল-১৬: ১২৮)

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

৪. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল হজুরাত ৪৯:১৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

৫. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদী লোকদের সঙ্গী হও। (সূরা আত তাওবা ৯:১১৯) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, সূরা বাকারা-১২৩, ১৮৯, ১৯৭, সূরা আলে ইমরান-২০০, সূরা নিসা-১, ৭৭, সূরা মায়দা-২, ৪, ৭, সূরা আনয়াম-১৫৫, সূরা তাওবা-১১৯, সূরা ম'মিনুন-৫২, সূরা নূর-৫২, সূরা শূরার-১১০, সূরা আহযাব-১, ৭০, সূরা হজুরাত-১, ১৩, সূরা হাদীদ-২৮, সূরা মোজাদালাহ-৯, সূরা হাশর-৭, সূরা তাগাবুন-১৬, সূরা তালাক-২, ৪, ৫, সূরা মুলক-১২

• হাদিস

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا. (السُّنَنِ السَّيِّئَةِ لِلْأَلْبَانِيِّ)

১. হযরত আয়েশা ^{রুদীয়াতাহা} ^{আ'দালা} ^{আনব্ব} থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সাদাতাহা} ^{আলাইহি} ^{সালমতাহ} তাকে বলেছেন, হে আয়েশা ছোট-খাট গুনাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও, কেননা এর জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। (সিলসিলাতুস সহীহা লিল আলবানী, ২৭৩১)

عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ. (تَرْوِذِي: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوْلِي الْحَوْضِ)

২. হযরত আতিয়া আসআ'দী ^{রুদীয়াতাহা} ^{আ'দালা} ^{আনব্ব} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাদাতাহা} ^{আলাইহি} ^{সালমতাহ} বলেছেন, কোন বান্দাহ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে গুনাহের আশঙ্কায় গুনাহ নেই এমন কাজও ছেড়ে দেবে। (তিরমিযী : বাবু মা জা আ ফি সিফাতি আওয়ানিল হাউদ, ২৩৭৫)

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৭৫

পর্দা

• আল কুরআন

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ
بِاَيُّصْنَعُوْنَ •

১. (হে নবী!) মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র নিয়ম। তারা যা কিছু করে আল্লাহ এর খবর রাখেন। (সূরা নূর-২৪: ৩০)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بِيُوْتًا غَيْرَ بِيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَّتَسَلِّمُوْا عَلٰى اٰهْلِهَا
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ •

২. হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদেরকে সালাম পাঠানো ছাড়া কখনও ঢুকবে না। এ নিয়ম তোমাদের জন্যই ভালো। আশা করা যায় যে, তোমরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে। (সূরা নূর-২৪: ২৭)

وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهِ وَّ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ •

৩. যখন তোমাদের সন্তানরা সাবালক হয়ে যায় তখন তারা অবশ্যই যেন তেমনিভাবে অনুমতি নিয়ে আসে, যেমনিভাবে তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে এসে থাকে। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতগুলো তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী। (সূরা নূর-২৪: ৫৯)

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ •

৪. আর যারা (সফল মু'মিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সূরা মুমিনূন-২৩: ৫)

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاَتِكَ وَرِيْشًا وَّ لِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُوْنَ •

৫. হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের প্রতি পোশাক নাজিল করেছি, যাতে

তোমাদের শরীরের লজ্জাস্থান ঢাকা যায় এবং শরীরের হেফযত ও সাজ-সজ্জা হয়। আর তাকওয়ার পোশাকই সবচেয়ে ভালো। এটা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। হয়তো লোকেরা এ থেকে উপদেশ নেবে। (সূরা আ'রাফ-০৭: ২৬) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা-২২১, সূরা নিসা-২৩,২৫, সূরা ম'মিনুন-৫, সূরা নূর- ১৯,৩১,৫৮,৬০. সূরা আহযাব-৩২-৩৩,৫৩,৫৯,

• হাদিস

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ إِصْرِي بَصْرِكَ. (أَبُو دَاوُدَ: بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ غَضِّ الْبَصْرِ)

১. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ ^{রাযিআল্লাহু তাআলাইহু আনহু} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ যদি কোন মহিলার উপর দৃষ্টি পড়ে তাহলে কী করতে হবে? তিনি আমাকে বললেন (কাল বিলম্ব না করেই) তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে। (আবু দাউদ: বাবু মা ইউমারু বিহি মিন গাচ্ছিল বাহার, ১৮৩৬)

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. (أَحْمَدُ: مُسْنَدُ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

২. হযরত আলী ^{রাযিআল্লাহু তাআলাইহু আনহু} হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমাকে বললেন, (অপরিচিত নারীর প্রতি) একবার দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার, পরবর্তী দৃষ্টি তোমার নয়। (মুসনাদে আহমাদ: মুসনাদে আলী (রা), ১২৯৮)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. (ترمذی: بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى الْمَغِيبَاتِ)

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ^{রাযিআল্লাহু তাআলাইহু আনহু} থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্ত্র। যখন সে (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে তখন শয়তান তাকে সুসজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযী: বাবু মা জা'আফি কারাহিয়াতিদ দুখুলি আলাল মুগিবাতি, ১০৯৩)

বাইয়াত

• আল-কুরআন

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۗ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۗ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

১. (হে রাসূল!) যারা আপনার হাতে বাইয়াত করছিল তারা (আসলে) আল্লাহর কাছে বাইয়াত করছিল, তাদের হাতের উপর আল্লাহর হাত ছিল। এখন যে এ ওয়াদা ভঙ্গ করবে এর কুফল তার উপরই পড়বে। আর আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে যে তা পূরণ করবে, আল্লাহ শিগগিরই তাকে বড় পুরস্কার দেবেন। (সূরা ফাত্হ-৪৮: ১০)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيمًا ۝

২. (হে রাসূল!) আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, যখন তাকে গাছের তলায় আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করছিল। তাদের মনের অবস্থা তাঁর জানা ছিল। তাই তিনি তাদের উপর সান্ত্বনা নাজিল করলেন এবং পুরস্কার হিসেবে নিকটবর্তী বিজয় দান করলেন। (সূরা ফাত্হ-৪৮: ১৮)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

৩. (আসলে ব্যাপার হলো) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্ব একটি মজবুত ওয়াদা-যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বোচাকেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা। (সূরা তাওবা-০৯: ১১১)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৪. আপনি বলুন! আমার নামায, আমার কোরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❀ ৭৮

বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। (সূরা আল আন'আম ৬:১৬২)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ •

৫. আর যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে (সে আল্লাহ তা'আলার প্রিয়ভাজন হবে)। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ পাক মুত্তাকিদের ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান-৩:৭৬) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন, আলে ইমরান- ৭৭, সূরা নিসা- ৭৪, সূরা তাওবা ১১১, সূরা মুমতাহিন- ১২, সূরা নাহল- ৯১,

• হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَىٰ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (مُسْلِمٌ: بَابُ وُجُوبِ مَلَا زَمَةِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ^{রাযিআল্লাহু তা'আলুহু 'আন্হুমা} বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম} কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে তার হাতকে খুলে ফেলল, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমনভাবে যে তার বলার কিছু থাকবে না, আর যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম: বাব উজুব মুলাযামাতি জামায়াতিল মুসলিমিন: ৩৪৪১)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السُّنَنِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِينَا اسْتَطَعْتُمْ. (بُخَارِيُّ: بَابُ كَيْفَ يُبَايَعُ الْإِمَامُ النَّاسَ)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ^{রাযিআল্লাহু তা'আলুহু 'আন্হুমা} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতাম শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর। আর তিনি আমাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী উক্ত আমল করতে বলতেন। (বুখারী: বাব কাইফা ইউবায়িউল ইমামুন নাসা, ৬৬৬২)

তাওবা

• আল-কুরআন

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

১. তবে কি তারা আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে মাফ চাইবে না? আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা মায়িদা-০৫: ৭৪)

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

২. যারা বদ আমল করে, তারপর তাওবা করে ও ঈমান আনে; নিশ্চয়ই আপনার রব তাওবা ও ঈমানের পর বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা আ'রাফ-০৭: ১৫৩)

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

৩. অতঃপর যে জুলুম করার পর তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয় নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। (সূরা মায়িদা: ০৫: ৩৯) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা আলে ইমরান -১৩৫, সূরা নিসা -১৭,১৮, সূরা নুর-৩১, সূরা শু'রা - ৪২,

• হাদিস

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْرِغْهُ. (ترمذی: بَابُ فِي فَضْلِ التَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه নবী করীম صلى الله عليه وسلم থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুও যন্ত্রণা শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বান্দার তাওবা কবুল করেন। (তিরমিযী: বাবু ফি ফাদলিত তাওবাতি ওয়াল ইস্তেগফারি, ৩৪৬০)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَعَدَّ أَضْلَهُ فِي أَرْضٍ فَلَاةٍ. (بخاری: بَابُ التَّوْبَةِ)

২. হযরত আনাস ^{রাযিআল্লাহু আঁহালা আঁনালা} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু আঁহালা আঁনালা} বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাহর তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেল। (বুখারী বাবুত তাওবাতি, ৫৮৩৪)

মুমিনদের গুণাবলি

• আল কুরআন

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ* أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ*

১. সাচ্চা ঈমানদার তো ঐসব লোক, যাদের দিল আল্লাহর কথা শুনলে কেঁপে ওঠে, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে, যারা নামাজ কায়ম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। এরাই ঐসব লোক, যারা সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে বড় মর্যাদা, গুনাহের ক্ষমা ও উত্তম রিজিক আছে। (সূরা আনফাল, ০৮: ২-৪)

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَنَنَا عَذَابَ النَّارِ* الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ* وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ*

২. তারা ঐসব লোক, যারা বলে: হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ মাফ কর এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে বাঁচাও। এসব লোক ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী, অনুগত, দানশীল ও শেষরাতে আল্লাহর কাছে গুণাহ মাফ চায়। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৬-১৭)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ*

৩. মুমিনরা তো একে অপরের ভাই। তাই তোমাদের ভাইদের মধ্যে সুসম্পর্ক বহাল করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমাদের উপর দয়া করা হবে। (সূরা হুজুরাত: ৪৯: ১০)

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❀ ৮১

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۗ وَإِنْ يَخَذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ •

৪. আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে কোন শক্তি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমাদেরকে ত্যাগ করেন, তাহলে তাঁর পরে আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে। কাজেই যারা সাচ্চা মুমিন তাদেরকে আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (সূরা আলে ইমরান: ০৩ঃ১৬০)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خُشِعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۗ

৫. অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে। যার তাদের নামাজে বিনয়ী ও ভীত থাকে। যারা বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে। যারা যাকাতের ব্যাপারে কর্মতৎপর হয়। যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সূরা মু'মিনুন ২৩:১-৫) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন- সূরা বাকারা-২৫৭, সূরা নিসা-৬৭, সূরা মায়দা-৫১, সূরা তাওবা-১১১, ১১২, ১২২, সূরা রাদ-২৮, সূরা ইব্রাহিম-২৭, সূরা নাহল-৯৭, সূরা মারইয়াম-৯৬, সূরা হাজ-৩৫, সূরা নূর-৫১, ৫২, ৫৫, ৫২, সূরা ফুরকান-৬৩-৭৪, সূরা আনকাবুত-৭, সূরা রোম-৪৭, সূরা লোকমান-৩-৫, ৮, ৯, ১৭-১৯, সূরা আহযাব-৩৫, ৪৭, সূরা শূ-রা-৩৭-৩৯, সূরা হজুরাত-৭, ১০, ১৫,

• হাদিস

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُفَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُفَّهُ. (مُسْلِمٌ: بَابُ تَرَاحِمِ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاظِفِهِمْ)

১. হযরত নুমান ইবনে বাশির رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, সকল মুসলমান একই ব্যক্তি সত্তার মত। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার গোটা শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয়, তখনও

গোটা শরীরই তা অনুভব করে। (মুসলিম: বাবু তারাহমিল মুমিনীনা ওয়া
তয়াতুফি হিম, ৪৬৮৭)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَأْكُفٌ وَلَا
خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْكُفُ. وَلَا يُؤَلَّفُ. (مَشْكَاتُ الْمَصَابِيحِ. بَابُ السَّلَامِ)

২. হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, মুমিন
ব্যক্তি ভালোবাসা ও দয়ার প্রতীক। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে
কাউকে ভালোবাসে না এবং কারো ভালোবাসা পায় না। (মিশকাতুল মাসাবীহ:
বাবুস সালাম, ৪৯৯৫)

ত্যাগ-কোরবানি

• আল কুরআন

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

১. (অপর দিকে) মানুষের মধ্যে কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য
নিজের জীবন দিয়ে দেয় এবং এমন বান্দাদের উপর আল্লাহ বড়ই মেহেরবান।
(সূরা বাকারা-০২: ২০৭)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ

২. তোমরা কি মনে করেছ, তোমরা এমনিই বেহেশতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ
এখনো দেখে নেননি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কারা আছে, যারা তাঁর পথে
জিহাদ করে এবং (তাঁরই খাতিরে) সবার করতে পারে। (সূরা আলে ইমরান-
০৩: ১৪২)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
الضَّالِّينَ

৩. আমি অবশ্যই ভয়, বিপদ, ক্ষুধা, জান ও মালের ক্ষতি এবং আয় কমিয়ে
দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলব। এসব অবস্থায় যারা সবার করে তাদেরকে
সুখবর দাও। (সূরা বাকারা-০২: ১৫৫)

أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ • وَقَدْ فُتِنَّا الَّذِينَ مِنْ

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৮৩

قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ •

৪. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি শুধু এটুকু কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষা করা হবে না। অথচ তাদের আগে যারা ছিল তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে যে, (ঈমান এনেছি বলার মধ্যে) কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক। (সূরা আনকাবুত-২৯: ২-৩)

• مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ •
৫. কোন মুসিবত কখনো আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আসে না। যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে আল্লাহ তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে জানেন। (সূরা তাগাবুন-৬৪: ১১)

• হাদিস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ - (تَرْمِذِي: بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ)

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক ^{রুখিয়াছাহ তা হাদিস আনহু} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ^{সাওয়াহরি আলম্বরি হযরতান} বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে, যখন দ্বীনদারের জন্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে রাখার মত কঠিন হবে। (তিরমিযী: বাবু মা জা. আ আন সাব্বির রিয়াহী, ২১৮৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ .

২. হযরত আবু হুরায়রা ^{রুখিয়াছাহ তা হাদিস আনহু} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ^{সাওয়াহরি আলম্বরি হযরতান} বলেছেন, দুনিয়াটা হলো ঈমানদারদের জন্য কারাগার এবং কাফেরদের জন্য বেহেশত। (মুসলিম)

ইসলামী অর্থব্যবস্থা

• আল-কুরআন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

১. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ো না। সন্তুষ্টচিত্তে লেনদেন করা উচিত। তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ তোমাদের উপর মেহেরবান। (সূরা নিসা-০৪: ২৯)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

২. তোমরা একে অপরের মাল বেআইনিভাবে খেয়ো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের মালের অংশ অন্যায়ভাবে দখল করার জন্য বিচারকদের নিকট দাবি পেশ করো না। (সূরা বাকারা-০২: ১৮৮)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

৩. এবং তাদের মালের মধ্যে ভিখারি ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল। (সূরা যারিয়াত-৫১: ১৯)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۚ لِيُؤْتِيَهُمُ اجْوَرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

৪. যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামাজ কয়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিজিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, নিশ্চয়ই তারা এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে, যার মধ্যে কখনো লোকসান হবে না। (এ ব্যবসায়ে তাদের সব কিছু লাগিয়ে দেয়ার কারণ এই যে) যাতে আল্লাহ তাদের বদলা পুরোপুরি তাদেরকে দিয়ে দেন এবং তাঁর মেহেরবানি থেকে আরো বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি গুনাহ মাফ করেন এবং নেক আমলের কদর করেন। (সূরা ফাতির-৩৫: ২৯-৩০)

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ ۗ وَمَنْ يُغْلَبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ •

৫. খিয়ানত করা কোনো নবীর কাজ হতে পারে না। আর যে খিয়ানত করে সে কিয়ামতের দিন তার খিয়ানতসহ হাজির হয়ে যাবে। তারপর প্রত্যেক লোকই তার কামাইয়ের পুরা বদলা পাবে এবং কারো উপর কোনো জুলুম করা হবে না। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৬১)

• হাদিস

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَبُ
كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ. (بَيْهَقِي: شُعَبُ الْإِيمَانِ، ضَعْفَةُ الْأَلْبَانِي)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ^{রাযিয়ারাহু আঁহান্নাহু আঁহান্নাহু} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, ফরজ ইবাদাতের পরে হালাল রুজির সন্ধান করাও ফরজ। (বায়হাকী, শোয়াবুল ইমান ৮৪৮২, আলবানী একে 'দয়ীফ' বলেছেন)

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ صَيَاغًا فَعَلَيَّْ وَالسَّيِّئَاتُ أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِينَ (صَحِيحُ ابْنِ حِبَّانٍ: فَضْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ)

২. হযরত জাবের ^{রাযিয়ারাহু আঁহান্নাহু আঁহান্নাহু} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, মুমিনদের জন্য আমার ভালোবাসা তার নিজসত্তার চাইতেও বেশি। যে ব্যক্তি (মৃত্যুবরণের সময়) সম্পদ রেখে গেল, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য। আর যে ব্যক্তি ঋণ বা অসহায় সন্তান রেখে গেল তার দায় দায়িত্ব আমার উপর। কেননা মুমিনদের প্রতি আমার ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি। (সহীহ ইবনু হিব্বান: ফাসলুন ফিস সালাতি আলাল জানাযতি, ৩১২৭)

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা

• আল কুরআন

الَّذِينَ إِن مَّكَّنْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ •

১. তারাই ঐসব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হাজ-২২: ৪১)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا •

২. হে রাসূল! আমি এ কিতাব হকসহকারে আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে আল্লাহ আপনাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, সে অনুযায়ী জনগণের মধ্যে ফয়সালা করেন। আপনি বিয়ানতকারীদের পক্ষ হয়ে ঝগড়া করবেন না। (সূরা নিসা-০৪: ১০৫)

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا •

৩. এবং দোয়া করুন, হে আমার রব! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও, সত্যতার সাথেই নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে বের কর সত্যতার সাথেই বের কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে এমন কোনো শক্তি দান কর, যে আমার সাহায্যকারী হবে। (সূরা বনি ইসরাইল- ১৭: ৮০)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ يُغْشِي السَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا ۗ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ مُسْحَرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ۗ اِلَّا لَهٗ الْخَلْقُ وَاَلْاَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ •

৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রব, যিনি আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। যিনি দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে

দেন। তারপর দিন রাতের পেছনে দৌড়ে চলে আসে। যিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর হুকুমের অধীন। সাবধান, সৃষ্টিও তাঁর, হুকুমও তাঁরই। আল্লাহ রাক্বুল আলামিন বড়ই বরকতময়। (সূরা আ'রাফ-০৭: ৫৪)

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

৫. (যদি তারা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরায়ে) তাহলে কি তারা আবার জাহিলিয়াতের বিচার-ফয়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর উপর ইয়াকিন রাখে, তাদের কাছে আল্লাহ থেকে কে বেশি ভালো ফয়সালাকারী হতে পারে? (সূরা মায়িদা-০৫: ৫০)

• হাদিস

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أُمَّيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَضْبِرْ فَإِنَّهُ مِنْ خَرَجٍ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (بُخَارِي: بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ سَتَرُونَ بَعْدِي أُمُورًا تَنْكُرُونَ)

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ^{রাযিয়াল্লাহু আনহুমা} নবী করিম ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওআলআঁহি} থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তার নেতার মাঝে এমন কিছু দেখে যা অপছন্দনীয় সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি নেতার আনুগত্য থেকে সামান্যতমও দূরে গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (বুখারী: বাবু ক্বাওলিন নাবিয়্য সাতারাওনা বা'দি উমুরান তুনকিরুনাহ, ৬৫৩০)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَجْلالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْعَالِي فِيهِ وَالْجَانِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. (أَبُو دَاؤُد: بَابُ فِي تَنْزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ)

২. হযরত আবু মুসা আশয়ারী ^{রাযিয়াল্লাহু আনহু} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সালাতুল্লাহু আলাইহি ওআলআঁহি} বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, আল-কুরআনের বাহক যদি তাতে অতিরঞ্জিত কিছু না করে তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ: বাবুন তানজিলিন্নাসি মানজিলাহম, ৪২০৩)

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❁ ৮৮

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثٌ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْإِسْتِسْقَاءَ بِالْأَنْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيبُ الْقَدْرِ. (أَحْمَدُ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سُرَّةَ)

৩. হযরত জাবের ইবনে সামুরা ^{رضي الله عنه} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ^{صلى الله عليه وسلم} কে বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ের আশঙ্কা করি ১. তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা ২. শাসকদের পক্ষ থেকে অত্যাচার ৩. তাকদিরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। (আহ্মাদ: হাদিস জাবের ইবনে সামুরাতা, ১৯১৬)

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

• আল-কুরআন

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

১. তোমাদের এসব জিনিস, যা তোমরা ভালোবাস তা (আল্লাহর পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা নেকি হাসিল করতে পার না। আর তোমরা যা কিছু খরচ করবে তা আল্লাহর অজানা থাকবে না। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ৯২)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

২. যারা তাদের মাল আল্লাহর পথে খরচ করে এবং এরপর তা বলে বেড়ায় না ও কষ্ট দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে রয়েছে। তাদের কোন চিন্তা ও ভয়ের কারণ নেই। (সূরা বাকারা-০২: ২৬২)

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ فَأَصَّدَقَ ۚ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

৩. আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগেই তা থেকে তোমরা খরচ কর। মৃত্যুর সময় সে বলে, হে আমার রব!

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ৩ ৮৯

আমাকে কেন আরেকটু সময় দিলে না, তাহলে আমি দান করতাম ও নেক লোকদের মধ্যে शामिल হতাম। অথচ যখন কারো (কাজ করার) সময় পূর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ এর খবর রাখেন। (সূরা মুনাফিকুন: ৬৩: ১০-১১)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

৪. যারা সব অবস্থায়ই নিজেদের মাল খরচ করে খারাপ অবস্থায় থাকুক আর ভালো অবস্থায় থাকুক; যারা রাগকে দমন করে এবং অপরের দোষ মাফ করে দেয়; এমন নেক লোক আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। (সূরা আলে ইমরান-০৩: ১৩৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

৫. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে খরচ কর, ঐ দিনটি আসার আগে, যেদিন কোনো কেনাবেচা হবে না, কোনো বন্ধুত্ব কাজে আসবে না এবং কোনো সুপারিশ চলবে না। আসলে তারা ই জালিম, যারা কুফরির নীতি গ্রহণ করে। (সূরা বাকারা-০২:২৫৪) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা-১৯৫, ২৪৫, ২৬১, ২৭২, সূরা আলে ইমরান-১৩৪, ৩৬,৬০, সূরা তাওবা- ৩৩-৩৪, ৫৪, ১২১, সূরা ইব্রাহিম- ৩১, সূরা মোহাম্মদ-৩৮, সূরা হাদিদ-১০,১১, সূরা মুনাফিকুন -১০-১১,

• হাদিস

عَنْ حُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَتَبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ. (ترمذی: بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

১. হযরত খুরাইম ইবনে ফাতেক ^{রুযিয়াল্লাহু তাহালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু তাহালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, যে আল্লাহ তায়ালায় পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্য সাতশত গুণ সওয়াব লেখা হবে। (তিরমিযী : বাবু মা জা আ ফি ফাদলিন নাফাকাতি ফি সাবিলিল্লাহি, ১৫৫০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنُفِقَ يَا
ابْنَ آدَمَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ. (بُخَارِيُّ: بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ)

২. হযরত আবু হুরায়রা ^{রাসূলুল্লাহ} ^{আদম} থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ^{সাব্বাহ} ^{আলাইহ} ^{সালম} বলেছেন, আল্লাহ তায়াল্লা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি দান করতে থাক, আমিও তোমাকে দান করব। (বুখারী : বাবু ফাদলিন নাফাকাতি আলাল আহলি ৪৯৩৩)

জান্নাত

• আল কুরআন

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ خَالِدِينَ
فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

১. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারির জন্য ফিরদাউস নামক বেহেশত রয়েছে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও তারা যেতে চাইবে না। (সূরা কাহফ-১৮:১০৭, ১০৮)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْكَبِيرُ

২. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে বেহেশতের বাগান, যার নিচে ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে-এটা বিরাট সফলতা। (সূরা বুরূজ-৮৫:১১)

وَسَيَقُودُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ رَبِّكُمْ ۖ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

৩. আর যারা তাদের রবকে ভয় করত তাদেরকেও দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে তখন (দেখা যাবে যে,) বেহেশতের দরজাগুলো আগে থেকেই খুলে রাখা হয়েছে। বেহেশতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা খুব ভালো অবস্থায় ছিলে।

বেহেশতে চিরদিনের জন্য এসে যাও। (সূরা যুমার-৩৯ঃ৭৩) বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা-২৫, সূরা আলে ইমরান-১৩৩, ১৮৫, সূরা তাওবা-৭২, সূরা নাহল-৩২, সূরা ইয়াছিন-৫৫-৫৮, সূরা মোহাম্মদ-১৫, সূরা হাশর-২০, সূরা দাহর-১৩,২০,

• হাদিস

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. (بُخَارِي: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ)

১. হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন ^{রুফিকাতুল আনসার} নবী করীম ^{পালাতুল জহালতুল} থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখেছি, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখেছি তার অধিকাংশ মহিলা। (বুখারী)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوِّطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (بُخَارِي: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ)

২. হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী ^{রুফিকাতুল আনসার} থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{পালাতুল জহালতুল} বলেছেন, একটি চাবুক রাখার পরিমাণ সম জান্নাতের মর্যাদা গোটা পৃথিবী এবং তার মাঝে যা রয়েছে, তার চাইতেও উত্তম (বুখারী)

জাহান্নাম

• আল-কুরআন

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

১. যদি (এখন) তোমরা তা করতে না পার, অবশ্য তোমরা কখনোই তা করতে পারবে না; তাহলে ঐ আগুনকে ভয় কর, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর এবং যা কাফিরদের জন্য তৈরি রাখা হয়েছে। (সূরা বাকারা-০২:২৪)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

২. আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামি। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা-বাকার: ০২ঃ৩৯)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْمًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

৩. হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! নিজেদেরকে ও আপন পরিবার-পরিজনকে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর। এবং যার উপর এমন সব ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, যারা খুবই কর্কশ ও কঠোর; যারা কখনো আল্লাহর নাফরমানি করে না এবং যে হুকুমই তাদেরকে দেয়া হয় তা তারা পালন করে। (সূরা তাহরীম ৬৬ : ৬)

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ

৪. (এ ফয়সালার পর) যারা কুফরি করেছিল তাদেরকে দলে দলে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে তখন দোজখের দরজাগুলো খোলা হবে। দোজখের পাহারাদার তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, ‘তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটি দেখতে হবে? তারা জবাবে বলবে, হ্যাঁ, তারা এসেছিল। কিন্তু আজাবের ফয়সালা কাফিরদের উপর জারি হয়ে গেছে।’ (সূরা যুমার-৩৯ঃ৭১) বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকার-৩৯,৫৬, সূরা নিসা-১৪,২৬,১১৫, সূরা আনয়াম-২৭-৩১, সূরা আরাফ-৩৬-৪১,৫০-৫১, সূরা কাহ্ফ-২৯, সূরা ত্বহা-৭৪, সূরা আহযাব-৬৪-৬৬, সূরা ফাতের-৩৬, সূরা মোমেন-৭১-৭২, সূরা যোখরুখ-৭৪-৭৬, সূরা মোহাম্মদ-১৫, সূরা মুলক-৬-১১, সূরা নাবা -২১-২৬, সূরা গশিয়াহ-৭,

• হাদিস

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطُّ قَطُّ وَعِزَّتِكَ وَيُزَوِّى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. (مُسْلِمٌ: بَابُ فِي شِدَّةِ حَرِّ نَارِ جَهَنَّمَ وَبُعْرِهَا)

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক রুযিয়াল্লাহু তাহানাহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাম অনবরত বলতেই থাকবে আরো (অপরাধী) আছে কি? এমনকি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালা তার পা দ্বারা তাকে চেপে ধরবেন। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট। তোমার ইজ্জতের কসম! একাংশ অপরাংশকে নিবিষ্ট করে দিচ্ছে। (মুসলিম ৫০৮৪)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُقِّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُقِّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. (أَخْبَدُ: مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ)

২. হযরত আবু হুরায়রা রুযিয়াল্লাহু তাহানাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জাহান্নামকে লোভনীয় বস্তু দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়েছে, আর জান্নাতকে আবৃত রাখা হয়েছে কষ্টকর কার্যদ্বারা। (আহমাদ: মুসনাদে আবু হুরাইরা, ৭২১৬)

আত্মশুদ্ধি

• আল-কুরআন

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

১. সে-ই সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা লাভ করেছে ও আপন রবের নাম স্মরণ করেছে এবং তারপর নামাজ পড়েছে। (সূরা আ'লা-৮৭:১৪-১৫)

صِبْغَةَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

২. আপনি বলুন, আল্লাহর রং ধারণ কর। তাঁর রং থেকে আর কার রং বেশি সুন্দর হতে পারে? আমরা তাঁরই দাসত্ব করে চলেছি। (সূরা বাকারা-০২ : ১৩৮) উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন সূরা বাকারা- ১৫৩, সূরা

আলে ইমরান-১০৩, ১৬৪, সূরা আনফাল-২, সূরা তাওবা-১০৩, সূরা হাশর-১,
সূরা জুমুয়াহ-২, সূরা মোযাম্মেল -৬-৮

• হাদিস

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى اللَّهُ حَيْثُمَا كُنْتُ وَ أُنْبِيعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَبْحُهَا وَ خَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ . (تَرْمِذِي : بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَاشِرَةِ النَّاسِ)

১. হযরত আবু যর গিফারী ^{রুযিয়াল্লাহু তা'আলাহু আনহু} থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} আমাকে বলেছেন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, আর মন্দ কাজ করলে তার পরপরই সং কাজ কর। তাহলে ভালো কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর। (তিরমিযী: বাবু মা জা'আ ফি মুয়াশারাতি নাসি, ১৯১০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَزَكُّهُ مَا لَا يَغْنِيهِ . (تَرْمِذِي : بَابُ فِيمَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ يُضْحِكُ بِهَا النَّاسَ)

২. হযরত আবু হুরায়রা ^{রুযিয়াল্লাহু তা'আলাহু আনহু} থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছেন, অশোভনীয় (অনর্থক) কাজ পরিহার করা মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী : বাবু ফিমান তাকাল্লামা বিকালিমাতিন ইউদহিকু বিহান্নাসা, ২২৩৯)

দায়িত্বশীলের গুণাবলি

• আল-কুরআন

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

১. এটা আল্লাহর অনুগ্রহ মাত্র যে আপনি (১) কোমল হৃদয়সম্পন্ন, যদি আপনি কঠোরভাষী ও তিক্ত মেজাজসম্পন্ন হতেন, তাহলে এরা আপনার চার পাশ বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❀ ৯৫

থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতো। (২) কাজেই এদের ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন (৩) এদের জন্য শাফায়াত (ক্ষমা) চান এবং (৪) বিভিন্ন বিষয়ে এদের সাথে পরামর্শ করুন। (৫) অতঃপর পরামর্শের পর যখন কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প হয়ে যান (৬) তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাঁর উপর) ভরসাকারীদের ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান-৩:১৫৮)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ

২. মুহাম্মাদ <sup>সাব্বাহাতিহ
আল্লাহর
রাসূল</sup> আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি বজ্র-কঠোর। আর নিজেরা নিজেদের প্রতি বড়ই করুণাশীল। (সূরা আল ফাতাহ-৪৮:২৯)

• হাদিস

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَّا مَامُ الْأَعْظَمُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

১. সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের যিনি বড় নেতাও দায়িত্বশীল এবং তাঁকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ.

২. হযরত আবু হুরায়রা <sup>সাব্বাহাতিহ
আল্লাহর
রাসূল</sup> হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ <sup>সাব্বাহাতিহ
আল্লাহর
রাসূল</sup> বলেছেন— নিশ্চয়ই আল্লাহ নরম আচরণকারী এবং যাবতীয় কার্যক্রমে তিনি নরম আচরণই পছন্দ করেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম সম্পর্কে

• আল-কুরআন

إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১. তোমরা যদি যুদ্ধযাত্রা না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন জাতি সৃষ্টি করে দেবেন আর তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার। (সূরা তওবা, আয়াত-৯:৩৯)

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

২. তোমরা যদি নবীর সাহায্য না কর তাহলে সেই জন্য কোনই পরোয়া নেই, আল্লাহ সেই সময়ও তাঁর সাহায্য করেছেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। (সূরা তওবা, আয়াত-৯:৪০)

فِرَاحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفَرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

৩. যাদেরকে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে না যেয়ে ঘরে বসে থাকতে পেরে খুব খুশি হয়েছে এবং খোদার পথে জান ও মাল নিয়োগ করে জিহাদ করা তাদের সহ্য হল না। তারা লোকদের বলল যে, এই কঠিন গরমে বাইরে যেয়ো না তাদেরকে বল যে, জাহান্নামের আগুন তো উহা অপেক্ষা অধিক গরম। হায়, উহাদের যদি এটুকুও চেতনা না হতো! (সূরা তওবা, আয়াত-৯:৮১)

ব্যক্তিগত রিপোর্ট

• আল-কুরআন

أَفْرَأَكِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

১. আপন কর্মের রেকর্ড পড়! আজ তোমার নিজের হিসাব দেয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত-১৭:১৪)

إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۚ مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

২. দু'জন লেখক তাদের ডানে বামে বসে সব কিছু রেকর্ড করে চলেছে। তাদের (মানুষ) মুখ থেকে এমন কথাই বের হয় না যা রেকর্ড করার জন্য একজন সজাগ সচেতন প্রহরী উপস্থিত না থাকবে। (সূরা আল-কাফ, আয়াত-৫০:১৭-১৮)

وَإِن عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ۙ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۙ يَكْتُبُونَ مَا تَفْعَلُونَ

৩. তোমাদের উপর পরিদর্শক নিযুক্ত রয়েছে, তারা হলেন সম্মানিত লেখকবৃন্দ। যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ জানেন যা তোমরা কর। (সূরা ইনফিতার, আয়াত-৮২:১০-১২)

• হাদিস

وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهُ وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ.

১. হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস ^{রাযিআল্লাহু আনহু} থেকে বর্ণিত, রাসূল ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} থেকে বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নাফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান, আর যে ব্যক্তি নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায় অথচ আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করে সে-ই অক্ষম। (তিরমিজি শরীফ)

আল-কুরআনের দশটি সূরা

• সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ • إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ • اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ • صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ • غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ •

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় জন্য, যিনি পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু, যিনি বিচার দিনের মালিক, আমরা তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের সরল সহজ পথ দেখাও, তাদের পথ যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, তাদের পথ নয়, (যারা) অভিশপ্ত এবং পথহারা হয়েছে।

• সূরা ফিল

الْمَ تَرَكَيْتَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ • أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ • وَآرْسَلْ
عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ • تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ • فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ •

অর্থ : তুমি কি শোনো নি, তোমার প্রভু হস্তীওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাত করে দেননি? তিনি তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল মেটেল পাথরের কঙ্কর। অতঃপর তিনি তাদের করে দেন ভক্ষিত তৃণসাদৃশ।

• সূরা কুরাইশ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ • الْقَدِيمُ • فَكَيْعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ • الَّذِي
أَعْطَاهُمْ مِّن جُوعٍ • وَأَمَّنَّهُمْ مِّن خَوْفٍ •

অর্থ : যেহেতু কুরাইশ অভ্যস্ত। শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়। অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের ইবাদাত করে। যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহ্বার দিয়েছেন আর ভয় থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

• সূরা মাউন

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ • فذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ • وَ لَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ
الْمَسْكِينِ • فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ • الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ • الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ • وَ
يَنْعُونَ الْمَاعُونَ •

অর্থ : তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব-প্রতিদানকে অস্বীকার করে? সে-ই ইয়াতিমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়। আর মিসকিনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ যারা নিজেদের সালাতে অমনোযোগী। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং ছোট-খাটো গৃহসামগ্রী দানে নিষেধ করে।

• সূরা কাউসার

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ • فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ • إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ •

অর্থ : নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি। অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর। নিশ্চয় তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই নির্বংশ।

• সূরা কাফিরুন

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ • لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ • وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ • وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا
عَبَدْتُمْ • وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ • لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِي دِينِي •

অর্থ : বল, হে কাফিররা। তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত করি না এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদাত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হব না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।

• সূরা নসর

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ • وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا • فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ • إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا •

অর্থ : যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হতে দেখবে। তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

• সূরা লাহাব

كَبَبْتُ يَدَ آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ • مَا آغَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ • سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَاهُ • وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ • فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ •

অর্থ : ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না। অচিরেই সে দক্ষ হবে লেলিহান আগুনে। আর তার স্ত্রী লাকড়ি বহনকারী। তার গলায় পাকানো দড়ি।

• সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ • اللَّهُ الصَّمَدُ • لَمْ يَلِدْ • وَ لَمْ يُولَدْ • وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ •

অর্থ : বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।

• সূরা ফালাক

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ • مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ • وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ • وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ • وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ •

অর্থ : বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের কাছে। তিনি যা সৃষ্টি

করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়। আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে’।

• সূরা নাস

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ • مَلِكِ النَّاسِ • إِلَهِ النَّاسِ • مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ • الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ • مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ •

অর্থ : বলুন আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার কাছে। মানুষের অধিপতির কাছে। মানুষের মা'বুদের কাছে। তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

মাসনুন দোয়া

□ ঘুমানোর সময় এই দোয়া

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নামে মরি এবং জীবিত থাকি। (বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদিস নং ৬৩১২)

□ ঘুম থেকে উঠে এই দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيٰنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (মৃত্যুর ন্যায় ঘুম) দান করার পর জীবন দান করেছেন। তার নিকটই আমাদের ফিরে যেতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

□ খাওয়ার পূর্বে এই দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَاتِهِ

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে ও আল্লাহর বরকতে (খাওয়া) শুরু করলাম। (শুআবুল ঈমান, খ. ৪, পৃ. ১৪৫, হাদিস নং ৪৬০৪, হিসনে হাসিন, পৃ. ১৮৬)

□ খাওয়ার শেষের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন। (তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫০৮, হাদিস নং ৩৪)

□ টয়লেটে প্রবেশের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

অর্থ: আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট দুষ্ট পুরুষ ও দুষ্ট স্ত্রী জিন হতে আশ্রয় চাচ্ছি। (বুখারী, মেশকাত, তিরমিযী, মুসলিম)

□ টয়লেট হতে বের হওয়ার দোয়া

غُفِرَ اِنَّكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنِّي الْاَذَى وَعَاقَبَنِي

অর্থ: আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমার থেকে নাপাকি দূর করেছেন ও আমাকে আরাম দিয়েছেন। (তিরমিযী, মেশকাত)

□ মসজিদে প্রবেশ করার সময় এই দোয়া

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ : ইয়া আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

□ মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদিস নং ৭১৩, ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৩, হাদিস নং ৭৭১)

□ ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

অর্থ : ‘আমি আল্লাহর নামে বের হলাম। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। গোনাহ থেকে বাঁচা এবং নেকি করার শক্তি আল্লাহ তাআলাই দান করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

□ ঘরে প্রবেশের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْبُؤْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই উত্তম গমন ও উত্তম প্রত্যাগমন। আল্লাহর নামেই আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নামেই আমরা বের হই। আমাদের রবের প্রতিই আমাদের ভরসা।’

□ যান বাহনে ওঠার দোয়া (স্থলযান)

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ • وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ •

‘পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা এটিকে অনুগত করতে সক্ষম ছিলাম না এবং নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।’

□ যানবাহনের দোয়া (নৌযান)

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسِئَهَا • إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ •

‘এর চলা ও থামা আল্লাহর নামে। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমতাশীল ও দয়ালু।’

□ যানবাহন থেকে নামার দোয়া

رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

‘হে আমার রব! আমাকে বরকতময় স্থানে অবতরণ করাও, তুমিই উত্তম অবতরণকারী।’

□ জালিমের জুলুম থেকে পরিত্রাণের দোয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ • وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ •

‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জালিমের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না।’

আমাদেরকে আপনার নিজ রহমত এই কাফিরদের থেকে মুক্তি দিন।’

□ আজান শেষ হওয়ার পর দরুদ শরীফ পড়ে নিম্নের দোয়া পড়তে হয়-

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدٍ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের আপনিই রব।
হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসিলা ও মর্যাদা দান করুন।
আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা আপনি তাঁকে
দিয়েছেন। অবশ্যই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (বুখারী, খ. ১, পৃ. ১২৬,
হাদিস নং ৬১৪, জামে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৪১৩, হাদিস নং ২১১)

□ নামাযে পঠিত দোয়া সমূহ

তাকবীরে তাহরীমা :

اللَّهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ মহান।

ছানা :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সকল প্রশংসা তোমারই, তোমার নাম বরকতময়,
তোমার মহিমা অতি উচ্চ, তুমি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

রুকুর তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

পবিত্রতা বর্ণনা করছি মহান প্রতিপালকের

রুকু হতে উঠার তাহমীদ :

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ۝ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস ❀ ১০৬

যে আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শোনেন- হে আমাদের প্রতিপালক! সকল প্রশংসা আপনার জন্য।

সিজদার তাসবীহ :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

পবিত্রতা বর্ণনা করছি মহান প্রতিপালকের

দুই সিজদার মধ্যবর্তী তাসবীহ :

اللَّهُمَّ غْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে রহম করুন, আমাকে হেদায়াত দান করুন, আমাকে শান্তি দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।

সালাম :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

তাশাহুদ :

الشَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

মৌখিক, শারীরিক এবং আর্থিক সকল ইবাদাত আল্লাহর জন্য। হে রাসূল! আপনার উপর আল্লাহর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর পৃণ্যবান বান্দাগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ পাদশাহে আল্লাহর রাসূল আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।

দরুদ শরীফ :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ পাদশাহে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বংশধরগণের উপর ঐরূপ শান্তি অবতীর্ণ কর, যেসকল শান্তি হযরত ইবরাহিম আ. এবং তার বংশধরের উপর অবতীর্ণ করেছে। নিশ্চয় আপনি সুপ্রশংসিত এবং সুমহান।

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ পাদশাহে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বংশধরগণের উপর সেইরূপ অনুগ্রহ কর, যেসকল অনুগ্রহ হযরত ইবরাহিম আ. এবং তাঁর বংশধরের উপর করেছে। নিশ্চয় আপনি সুপ্রশংসিত এবং সুমহান।

দোয়ায় মাছুরা :

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي
مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার উপর অনেক জুলুম করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার নিজ হতে সম্পূর্ণ ক্ষমা করুন এবং আমার দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।

